সাবাস বাঙালী।

(Bravo Bengalees !)

সামাজিক নক্সা।

(১০ই পৌষ ১৩১২, ইং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৫)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

কলিকাতা, ৭৯ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট,

ষ্টার থিয়েটার হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

কিশোর প্রীণ্টিং ওয়ার্কস্।

২২৮।১ নং অপার সারকুলার রোড, শ্যামবাজার।

১৩১২।

ডাকমাশুল /১০ অর্দ্ধ আনা। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

সাবাস বাঙালী ।

(Bravo Bengalees !)

সামাজিক নক্সা ।

(১০ই পৌষ ১৩১২, ইং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৫)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ।

কলিকাতা, ৭৯ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট,

ষ্টার থিয়েটার হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

কিশোর প্রীণ্টিং ওয়ার্কস্ ।

২২৮।১ নং অপার সারকুলার রোড, শ্যামবাজার ।

১৩১২ ।

ডাকমাশুল ৵১০ অর্দ্ধ আনা । মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র ।

২১৩১

উৎসর্গ-পত্র।

স্বদেশ-হিতৈষী মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহদাশয়েষু।

নিম্নলিখিত কয়টী কারণে আমার এই নূতন নাট্য-চিত্র খানি আপনার গৌরবান্বিত নামের সহিত সন্মিলিত করিতে সাহসী হইলাম।

প্রথম।—আপনার স্বর্গগতা পুণ্যশ্লোকা মাতুলানীর সময়ে কাশীম বাজার-রাজ-ভবনে আমি অনেক বার সেই স্নেহময়ী মহারাণীর আদর-আতিথ্যে কৃতার্থ হইয়াছি।

দ্বিতীয়।—বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন-প্রবর্ত্তনার বহু পূর্ব্বেই আপনি রাজাসনে অধিরোহণ করিয়াও দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বহু অর্থব্যয় এবং স্বয়ং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দেখাইয়া প্রকৃত নিঃস্বার্থ স্বদেশ-হিতৈষীতার পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয়।—মহারাজের ন্যায় মহাজনের পূর্ব্ব প্রতিবেশী বলিয়া পরিচয় দিবার গর্ব্ব আমার আছে।

আশা করি দীনের এই দীন-উপহার উপেক্ষার চক্ষে দেখিবেন না। আপনার কুল দেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী নারায়ণজীউ আপনাকে সুখে স্বাস্থ্যে যশোগৌরবে রাখিয়া দীর্ঘজীবি করুন।

শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আপনার গুণ-মোহিত
শ্রীঅমৃতলাল বসু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নয়ানচাঁদ ... গৃহস্থ ভদ্রলোক।
অঘোর নাথ ... থ্রেড নিডিল্ কোম্পানির দোকানের বড় বাবু।
মতিলাল ... অঘোরের পুত্র।
নরেন্দ্র ... ঐ শ্যালীপো।
মিষ্টার থ্রেড্ নিডিল্ ... কলিকাতার বড় দর্জ্জীর দোকানের সত্ত্বাধিকারী।
মিষ্টার জেঙ্কিন্স ... ঐ দর্জ্জীর দোকানের ম্যানেজার।
শ্রীচরণ রঞ্জন বাবু ... পল্লীগ্রামস্থ ক্ষুদ্র জমিদার।
সেবক রাম ... শ্রীচরণ বাবুর নায়েব।
সুরেশ ... দেশভক্ত।
গোলাম উল্লা ... স্বার্থপর মুসলমান।
আবদুল শোভান ... স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত মুসলমান।
মাণিক ... কেরাণী।
চিনিবাস ... মুদি।
দ্বিজেন ... চিনিবাসের পুত্র।

স্ত্রী।

গরবিনী ... নয়ানচাঁদের স্ত্রী।
ভবতারিণী ... অঘোরের স্ত্রী।
মিসেস্ গুপ্তা ... বিলাত ফেরত বাঙ্গালী প্রোফেসারের স্ত্রী
কামিনী, বিরাজ, চারুবালা, বিনোদিনী ... ভদ্রমহিলাগণ।
তাঁতি বৌ

বঙ্গমহিলাগণ, ঘটকীগণ, মুচীগণ, ছাত্রগণ, মায়া, চুড়ীওয়ালীগণ, বালকগণ, খোপানীগণ, বন্দেমাতরম্‌সম্প্রদায়, হামিদ, নিতাই, মহেশ, টিটি, বছরদ্দী ও রতনসিং।

সাবাস বাঙালী।

প্রস্তাবনা।

অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যান।

বঙ্গমহিলাগণ— গীত।

আজ শুভদিনে শুভক্ষণে মাথায় নিছি বরণ ডালা।

হোলো বাঙালী ফের বাঙালী উলু দেলো বঙ্গবালা॥

(ওই দেখ) তারা পোরেছে দিশি ধুতি দিশি চাদর,

হ্যাট কোটের আর নাই কো আদর,

(এবার) বাঁদর সাজা ঘুচে গেছে দেলো সবার গলায় মালা।

ছি ছি এক খানি কাপড়ের তরে,

বিলেত থেকে আসবে বসন তবে লজ্জা রাখবো ঘরে,

প্রেমে নয়ন ঝরে বিষের শরে হৃদয় বেঁধে ঘুচাও এ জ্বালা॥

পাঁশ চাপা দাও পাশ করাতে পুড়িয়ে ফেল কেতাব,

দায়ে পড়া রায় বাহাদুর বুড়িয়ে দাও খেতাব,

আর পরের পোষাক পোরে কোরো না মুখ কালা॥

ধিক ধিক ধিক বিএ, এম্এ, পাশ,

ডবল সেলাম দিয়ে গোলামীর আশ;

ধিক সে মামলা, ধিক সে সামলা, ধিক সে আমলা—

দেশের জঞ্জাল জ্বালা।

পেয়ে বড় ব্যথা ফিরেছগো ঘরে,
ঘরে নিতে চাই তাই বড় গো আদরে,
চির দাসী মোরা, স্নেহে প্রাণভরা, ঘর কোরে দেব আলা,
নেব দোশী টুকু দিলে বারাণশী বোলে,
গাব বঙ্গমাতার জয় জয় বাঙালা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

নয়ানচাঁদ ও গরবিনী।

নয়া। গিন্নি ও গিন্নি! বলি শুনতে পাচ্ছোনা? কচ্ছো কি?

(নেপথ্যে গর)—যাচ্ছি গো, চেঁচাচ্ছো কেন?

নয়া। চেঁচাচ্ছি কেন? মাথা মুণ্ডু একবার শুনে যাওনা এসে, কি হচ্ছে?

(গরবিনীর প্রবেশ)

গর। এই ময়দা মেখে দিচ্ছিলুম, অত চেঁচাচ্ছো কেন? কি হোয়েছে?

নয়া। এইবার দাও, বেটার বিয়ে দাও, পাঁচ হাজার টাকা ঘরে পোরো।

গর। তা পুরবোইত, কেন পুরবো না? আমি মোহিনীর বিয়েতে চার হাজার টাকা দিয়েছি, শোধ নেবনা তা?

নয়া। শুধু শোধ, এইবার বোধ পর্য্যন্ত হোয়ে যাচ্ছে।

গর। নাও নাও, আমি কাজ ফেলে এসেছি কি বোলবে বল, তোমার ও সব বাজে কথা আমি ঢের শুনেছি।

নয়া। বাজে কথা নয় গো বাজে কথা নয়; সেবার এনট্রান্স পাশের পর যখন সিন্দুরে তিন হাজার টাকা—আর তা ছাড়া ঘড়ী ঘড়ীর চেন আংটী দিতে চেয়েছিল, তখন রাজী হোলে না, ভাবলে এলে পড়িয়ে ছেলেকে তালে-বর করবে; এখন যে সব যায়।

গর। ওমা তাই ভাল, আমার কালীর বিয়ের কথা! আমি এলে কি—বিয়ে পড়িয়ে দশ হাজার টাকা নেব।

নয়া। খোলে টোলে জোগাড় কোরে রেখেছ কি?—বলি দু মুখো খোলি, না এক দিক আঁটা?

গর। বকোগে গজর গজর কোরে; আমি যাই কাজ করিগে।

নয়া। বলি শোন শোন।

গর। কেন হোয়েছে কি? কালীর কি কালেজ থেকে নাম কেটে দেছে, না পাশ বন্ধ হোয়েছে!

নয়া তা নয় গো তা নয়, পাশের দর নেবে যাচ্ছে। এখন শুনে এলুম যে ছেলে ব্যবসা বাণিজ্য কারিগিরি শিখবে, তারই বিয়ের বাজারে দর হবে।

গর। কি—শিখবে কি?

নয়া। এই বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য ত আছেই, তা না হোক একখানি মুদীর দোকান করবে, বা ছুতোরের কাজ কামারের কাজ বা তাঁতির কাজ করবে, তারই বিয়েতে এদের চেয়ে দর বেশি হচ্ছে।

গর। কিছু নেশা টেশা কোরে এসেছো না কি! কোথেকে এ সব হুজুগ নিয়ে এলে?

নয়া হুজুগ নয়, নিজে মিটিংএ গিয়ে শুনে এলুম। সব্বাই হাত তালি দিয়ে "বন্দে মাতরম্" বোলে রেজোলিউসন্ পাশ কোরে দিলে।

গর। কোথায় গেছলে? কোথায় শুনে এলে?

নয়া। এই মিটিংএ গো; আমাদের শ্যামপুকুরের মাঠে যে আজ ভারি মিটিং হোয়েছিল গো।

গর। আর তুমি সেখানে গিয়েছিলে? আমি একটা দাসী বাঁদী পোড়ে আছি, একবার জিজ্ঞাসা নাই—গিয়েছিলে? আমি না বার বার তোমায় মানা করেছি, যে চার দিকে পাহারোলা গোয়েন্দা ঘুরছে, ও সব মিটিং ফিটিংএ যেওনা, তবু কথা শোনা হোলো না; এইবার যাও হাতে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাক্ জেলে পুরুক, তখন মিটিং নাক দে কাণ দে বেরিয়ে যাবে।

নয়া। আরে পাগলী অমি কি সে রকম মিটিংএ গেছি, ওই কেত্তণের ধারে ধারে ঘুরছিলুম।

গর। তার পর?—

নয়া। ওই উত্তর দিকের কোনে যে খেজুর গাছটা আছে তার আড়ালে বোসে সব কথা শুনছিলুম।

গর। কেন যা'বার দরকার কি ছিল? তুমি গেরস্ত মানুষ তোমার ও সব কথায় দরকার কি?

নয়া। আর আমি কি অন্য কোন মিটীংএ যাই? এটা শুনেছিলুম যে ছেলেরা কি নতুন কালেজ কোরবে বলে ক্ষেপেছে,

এই পাশ ফাশ সব উঠিয়ে দেবে, আর ছুতোর কামার হবে। তাই ভাবলুম কালীচরণের বিয়েটা হওয়া পর্য্যন্ত পাশের দর থাকবে কি না বুঝে আসি।

গর। তা পাশের দর কি নেবে গেল ?

নয়া। একেবারে একেবারে, ঐই বিলিতি কাপড়ের মতন সিকি নেবে গেছে।

গর। এ সব বিধেতার ভিট্‌কিলিমি ; মোহিনীর বেতে আমার গায়ের গহনা বেচালে, আর যেই আমার কালীর ছু ছুটো পাশের সময় হোয়ে এলো, বাছা আমার স্নদে আসলে ঘরের টাকা ঘরে আনবে ভাবছি, আর আঁটকুড়ো বরাখুরেরা জুটে অমনি সব উল্টে পাল্টে দিলে।

নয়া। দেখ গিন্নি, আমি বলছি কি সময় বুঝে সব কাজ কোরতে হয়।

গর। তা হবে বই কি, এখন তোমায় মিটিংএ যেতে হয়, সেই নেকচার কিনা কি—তাই দিতে হয় ; আর ছেলের বেটী যাতে না হয় তার চেষ্টা কোরতে হয়, এই না কেমন ?

নয়া। বলি এইটে বুঝি শেষ কথা হোলো ! একটু তলিয়ে বুঝে দেখ না ; আজ কাল আর ঘটকী তোমার বাড়ীতে আসছে কি ?

গর। সে আসবে কেন ? নব্‌নি বেটী বোলে ছিল যে ছ' হাজার টাকা করিয়ে দিতে পারলে, আমায় শতকরা পাঁচ টাকা দিতে হবে। অমি বল্লুম, মর মাগী ছু টাকা মাইনের রাঁধুনী গিরি কোরে খেতিস্‌, ঘটকালী কোরে আস্পা বেড়ে গেছে। নগদ যা দেবে, তার উপর শতকরা না হয়

আট আনা—না হয় জোর বার আনা দেব আবার কি ? তাই বুঝি মাগী দেমাকে আসে না।

নয়া। যাক্, ও কচকচিতে কাজ নেই, এসো. এখন কিসে সব দিক বজায় থাকে ভাল হয়, তার একটা পরামর্শ করা যাক ; তুমি খবরের কাগজও পড়ো না, বাইরের কথাও জান না ; ব্যাপার বড় গুরুতর দাঁড়িয়েছে। এই চাকুরি চাওয়া পাশের বাজার সত্যই নেবে গেছে। ওগো শুনলুম একজন কায়েতের ছেলে কি নতুন রকম একটা চরকা কোরেছে, তার জন্যে নাকি দেশের বড় লোকেরা তাকে হাজার টাকা অমনি দিয়েছে ; আর সেই ছেলেকে মেয়ে দিতে তিন চারটে ভাল ঘর চেষ্টা করছে ; এসো যাই. খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঠাণ্ডা হোয়ে সব ভাববো।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হাওড়া—বক্ল্যাণ্ড রোড়।

ঘটকীগণ— গীত।

এই মুখ পোড়া সব ছোঁড়া।
নাই সেকালের গুরুমশাই যে বিতোয় আগা গোড়া॥
(আমর) আমরা সব গণ্যি মান্যি ভদ্দর ঘরের কন্যে,
ছোটকে বেরিয়ে ঘটকী হোলুম তাদের ভালর জন্যে,
অমন ভাশুরের অন্নে ভস্ম দিয়ে তার কেয়ার কোরে থোড়া
বল্‌তো বোন্ আজ এই কটা বচ্ছর ধোরে,

আমরা দিয়েছি কত সোনার মেয়ে আকাট বকাট বরে,
সাজিয়ে থরে থরে দান সাগর আর নগদ টাকার তোড়া।
হ্যাঁরা ছোঁড়ারা মুখ পোড়ারা তোরাই কি না শেষ,
মারছিস আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মজিয়ে দিচ্ছিস দেশ,
হবে অশেষ খোয়ার বুঝছিস গোঁয়ার পাশ যদি দেয় পাশ মোড়া,
আমাদের কি—নয় ফের হবো ঝি,ঘর ভাড়াতে ঘর জোড়া॥

তৃতীয় দৃশ্য।

দর-দালান

অঘোর ও ভবতারিণী।

ভব। হ্যাঁগা তবু এই ঘরের কোনে বোসে মাথা চাপড়াতে থাকবে? একবার যেতে পারলেনা গতর নেড়ে? আফিস থেকে খেটেখুটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছো তাকি বুঝছিনে? কিন্তু তবু ছেলে,—আর ছেলে বোলে ছলে—উপযুক্ত ছেলে! তাকে থানায় ধোরে নে গেল শুনে, তুমি বেশ নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে আছ? আমার বুকটার ভেতর যে কি করছে বুঝছো না?

অঘো। বল বল থামলে কেন? বাঙ্গালির ঘরে জন্মেছি, সাহেবের জুতোয় মাথা রেখে গোলামি কোরে দুপয়সা এনে কোন মতে আধপেটা খেয়ে সংসার চালাচ্চি;—একি সোজা অপরাধ! এ অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে?

ভব। এই, আমি এক কথা পাড়লেই, অমনি কাঁদুনি সুরে বেউলোর গান আরম্ভ হোলো!

অঘো। কেন বল দেখি রাগ কর গিন্নি? আমি না করছি কি? এক তো একটা দরজির দোকানে কুড়ি থেকে আরম্ভ কোরে ষাটটি টাকা মাইনে হোয়েছে। মাস কাবারে টাকাটি পাই তোমার হাতে ধোরে দিই! হেঁটে যাই হেঁটে আসি, পিপাসা পেলেও আফিসে এক পয়সার বাতাসা কিনেও মুখে দিই না।

ভব। আর আমি বুঝি জরি বারাণসী পোরেই আছি, আর দুবেলা দশ গণ্ডা বড়বাজারের সন্দেশ পেটে পুরছি?

অঘো। হাঁগা আমি কি তাই বোলছি? তুমি যে কত কষ্ট কর তা'কি আমি জানি না? তুমি এয়োত রাখবার জন্যে একটু আঁশের গন্ধ নাকে দিয়ে, আমার পাতে মতির পাতে যে ক'খানি মাছ আছে—সব ঢেলে দাও, তা'কি আমি বুঝতে পারি না? কিন্তু নিজে হাতে করছো খরচটা বোঝতো?

ভব। বুঝি গো—সব বুঝি। কিন্তু মতি আমার এই উকিলিটি পাশ করতে পারলেই তো সব দুঃখ ঘুচবে?

অঘো। আর পাশ করেছে! সর্ব্বনাশ হোলো! সর্ব্বনাশ হোলো! তাঁরা বড় বড় লোক কোন অভাবতো নেই, কেউ বা খবরের কাগজ লেখেন, কেউবা কালেজ করেন। আর অনেকেরই উকিলিতে বড় বড় পশার। এই ছেলে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আমাদেরই সর্ব্বনাশ করলেন! এই এবার-কার হাফ প্রাইজ সেলে আমাদের সাহেবের দোকানে বেশী বাঙালী খদ্দের হয়নি বোলে, বড় সাহেব একেবারে

আগুন হোয়ে আছেন! এই তাল পাতার কুঁড়ে চাকরি-টুকু থাকে না থাকে, তাও বুঝতে পাচ্চিনি।

ভব। তোমার ওই সব অমঙ্গুলে কথা! কেন, তুমি কি এই বিলিতি জিনিষের বিক্রি বন্দ করেছো, যে সাহেব তোমায় জবাব দেবে? আমার অমন শক্ত ব্যামোর সময়ও কামাই করা চুলোয় যাক—তোমার একদিন আপিসে নেট হয়নি। অমনি খামোকা তোমার চাকরি যাবে?

অঘো। আর খামোকা! বলি জেঙ্কিন্স সাহেবটা আছে বোলেই এখনও টেকে যাচ্চি! নইলে সাহেবরা আজ কাল বাঙালীর ওপর যা চোটেছে, তাতে পেটের ভাতটা আর কোরে খেতে হবে না! উঃ—ছি ছি ছি—মোতের এত ভরসা করি সেই মোতেই শেষ আমায় ডোবাতে বসেছে!

ভব। তা—যাওনা একবার চাদরখানা নিয়ে, এই কলুটোলার থানা আর কত দূরই বা! একটা জরিমানা ফানা দিয়ে বা জামিন ফামিন হোয়ে নিয়ে এস না তাকে ঘরে! আহা বাছা আমার সেই নটায় দুটি খেয়ে বেরিয়েছে! পেটে তারপর আর জলবিন্দুটুকু পড়েনি! ঠাকুরপো গিয়েছে বটে, কিন্তু সে কি তেমন ব্যামোত্ কোরে সব বোলতে পারবে?

অঘো। সে ভয় নেই, কমল এ সব বিষয় বোঝে? যা করবার সে সবই কোরে আসবে; আমি যে গিয়ে তার ওপর কিছু বেশী করতে পারবো, তা বোধহয় না!

(মতির প্রবেশ)

ভব। এই যে আমার বাবা! আয় বাবা আয়! কোথায়

গেছলি! কোম্পানির লোকের সঙ্গে কি অমনি কোরে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে!

মতি। আমি দাঙ্গা হাঙ্গামা কি করেছিলুম? আমার কোন দোষ ছিল না!

অঘো। তোমার কাকা কোথায়?

মতি। সেই কৌন্সুলি মশায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেছেন। কৌন্সুলি মশায় আর জনকতক ভদ্রলোক এসে জামিন হোয়ে আমাদের ছাড়িয়ে দেছেন!

ভব। বেঁচে থাক্ বেঁচে থাক্—সেই বাছারা আমার! যে না ডাকতে পরের উপকার করে, তার চেয়ে আর বড় লোক কে? হাঁ মতি! আমার কপালে এই ছিল! কর্ত্তা না খেয়ে না দেয়ে তোকে উকিলি পড়াচ্চেন, ভাবছি কবে তুই পাগড়ী মাথায় দিয়ে পুলিশে গিয়ে এজলাস্ কোরে বস্‌বি, আর তোকে কি না সেই পুলিশে গেরেপ্তার করে নিয়ে গেল! পাহারোলাতে তোর হাত ধর্‌লে! এই আমাদের বুড়ো বেহাড়া ভিকু—ওর এক ভাগনেতো শুনেছি পাহারোলা চাকরি নিয়েছে: কি আশর্য্যি— কি আশ্চর্য্যি! যাদের বাপ খুড়ো আমাদের বাড়ী বাসন মাজে, পায়ে তেল মাথায়, তাদেরই ছেলে পুলে পাহারোলা হোয়ে কি না ভদ্দর লোকের ছেলেদের হাত ধরে! হাঁরে মতি, মার ধোর খাস্‌নিতো বাবা?

মতি। হাঁ মা! তোমার মায়ের দুধের কি কিছুই জোর ছিল না যে আমি মার খেয়ে চলে আসবো! মনে নেই মা আমি সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তোমার মাই খেয়েছি,

তুমি আমার কত বোক্‌তে গাল টিপে দিতে তবু ছাড়িনি। তোমার সেই দুধের জোরে আমার গায়ে এখন এত বল আছে যে দুটো পাহারোলাকে—চারটে গোরাকে একেলা হটাতে পারি।

অন্নো। হাঁ পার খুব পার। ঐ গোঁয়ার্ত্তমি করগে, আর আমার মাথাটি খাও!

মতি! কেন বাবা! আমি কখনও কোনদিন আপনাকে অমান্য করেছি!

অন্নো। না তা করনি। তোমার মত ছেলে পেয়ে আমার বুকখানা দশহাত হোয়েছিল! কিন্তু শেষটা কেন বাবা আমার অন্নে ধূলো দিতে বসেছো! তোমার আপনার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করছো! একেতো আমাদের সবাই বলে চাষা, তুমি সবে ছিলে আমার একমাত্র আশা, তা খামোকা গোঁয়ার্ত্তমি কোরে, আর পাঁচজনের হুজুগে নেচে শেষটা একেবারে পুলিশ কেশে পড়লে কেন?

মতি। আপনি তার জন্যে কেন ভাবছেন? না হয় আমি দেশের জন্য দু মাস জেল খাটলুমই বা।

ভব। ওরে জেলে যাবি কিরে জেলে যাবি কি? তুই অমন কথা মুখে আনলে, আমি একদিনও যে বাঁচবো না!

মতি। এই কান্না সুরু কল্লে বুঝি মা? তা হোলে আমি এখনি বাড়ী থেকে চোলে যাব। এইজন্যই তো বাঙালির উন্নতি হয় না।

ভব। ওরে আমি যে বড় সাধ কোরে বউ আনবো, সব ঠিক ঠাক,

আর এমন সময় তুই এমন সর্ব্বনাশ করিল? পুলিশের হাতে ধরা পড়লি?

মতি। বউ আনা কি? তুমি কি মনে করেছো, আমি পালেদের বাড়ী বে করবো? কখনই না!

অঘো। হাঁরে মতে বলছিস কি রে? তুই যে বড় বেশী স্বাধীন হোয়ে পড়লি! সব কথা ঠিক ঠাক হোয়ে গেছে, তারা ঘড়ি ঘড়ির চেন হীরের আংটি ছাড়া ছ' হাজার টাকা নগদ দিতে রাজি হোয়েছে, এই ফাল্গুণ মাসে বে, আর তুই বোলছিস বে করবো না!

মতি। না, যার কন্যার সঙ্গে আপনারা আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছেন, তিনি একজন স্বদেশদ্রোহী মাতৃ-ভূমির কুসন্তান! কেউ যাতে তার মেয়েকে—

অঘো। আর তুমি বড় সুসন্তান! বেই আমার আজ বাদে কাল রায়বাহাদুর খেতাব পাবেন, একটা মস্ত জমিদার, কত সাহেব তাঁর হাতে, তিনি হোলেন স্বদেশের শত্রু, আর তুমি এখনও পাশ করনি, উকিলি পড়ছো সবে, আর তুমি একেবারে হোয়ে গেলে দেশের মহামিত্তির! দেখ, তোকে এখনও কোন কথা বলিনি—কিন্তু আর না বোলেও থাকতে পারিনে। একবার আমাদের আপিসে গিয়ে দেখে আসতে পারিস, যে এবার হাফ্‌প্রাইজ সেলে বেশি বিক্রি হয়নি বোলে বড় সাহেব বাঙালিদের ওপর কি রকম চটেছেন! চাকরি ত তালপাতার কুঁড়ে! তার পর তোদের জন্য সে চাকরি টুকুও বুঝি যায়!

মতি। ছেড়ে দাও বাবা চাকরি! আমাদের স্থুর বংশ কত বড় বংশ! আর সেই বংশে জন্মগ্রহণ কোরে তুমি কি না একটা দরজির দোকানে গোলামি করছো! বিলেতে গেলে ও বেটাদের "রিপুকর্ম্ম" বোলে ফিরি করলেও পেটের ভাত জোটে না।

অঘো। বড্ড বেড়ে উঠেছিস্ যে! ঐ দরজির দোকানে চাকরি কোরেই তোকে এত বড়টা করলুম—বিয়েপাশ করালুম; আর আজ—

মতি। বাবা, আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করলে মহাপাতক হয়, কিন্তু হাত জোড় কোরে জিজ্ঞাসা করি, কেন আপনি চাকরি করেছিলেন? কেন ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ঘোট্‌না পাড়ার ভিটে ছেড়ে সেথানকার চাষ বাস উঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন? ঠাকুরমার মুখেতে গল্প শুনেছি, যে আমাদের দেশের বাড়িতে কত সুখ ছিল কত লোক অন্ন খেয়ে যেতো, কত পাল পার্ব্বন হোতো! আর এই কলকেতায় ইংরিজি পোড়ে, দাসত্ব করতে শিখেই বা আমরা কত সুখেই আছি!

অঘো। সে কথা সত্যি বটে বাবা সে কথা সত্যি! কিন্তু যা হোয়ে গেছে তা আর ভাবলে কি হবে? আপাততঃ ভাবছি তোমার এই পুলিশ হাঙ্গামার কথা কাল সকালেই তো খবরের কাগজে বেড়িয়ে পোড়বে, তা হোলে শ্রীচরণ বাবু তোমাকে তাঁর মেয়ে দেবার জন্যে যা স্বীকার কোরেছেন সেটার কি কোরবেন তাই ভাবছি, বড়ই ভাবনা।

ভব। আর নগদ দু' হাজার টাকা, আর তা ছাড়া ঘড়ি ঘড়ির চেন রূপোর বাসন হীরের আংটি—

অঘো। শেষ পুলিশ কেস্ করলি পুলিশ কেস্ কোরলি! শেষ দশায় চাকরিটে থাকে না আর আমার দেখছি।

মতি। নাই থাকুক বাবা! আপনি তো জানেন যে ছেলে বেলা থেকে আমি একটু হাতের কাজ কোরতে পারি, মা জানেন বাড়ীর যে সব বাসন ভেঙ্গে গেছে, আমি সব নিজে হাতে রাংঝাল দিয়েছি; আপনার খাটের খুরো যখন ভেঙ্গে যায় ছুতোর পাওয়া যায়নি, আমি নিজে হাতে তা মেরামত কোরে দিয়েছি, জ্যোতেকে কত কলের খেলনা কোরে দিয়েছি! আপনাদের দুজনের পায়ে ধোরছি, আমায় অনুমতি দিন—যে আমি উকিলি এক-জামিন দেব না। যাতে ভায়ে ভায়ে দেশের লোকে লোকে ঝগড়া বাড়ান যায়, সে ব্যবসা আমি কোরবো না; আমার ইচ্ছে হোয়েছে বিজ্ঞান শিখে শিল্পের উন্নতি কোরবো। আমি শেলাইদার ঠাকুরদের এষ্টেটের ম্যানেজার বামাচরণ বাবুর তাঁত দেখেছি, শবাজারের অনুকূল মল্লিক যে নতুন তাঁত করেছেন তাও দেখেছি, আর আপনার বন্ধু জহর কাকার তোয়েরী ভাল তাঁত দেখেছি; এই সব দেখে শুনে আমার মাথায় এমন সব তাঁতের চরকার আইডিয়া এসেছে, যে তা কোরতে পারলে বিলিতি সেলাই কলের মত আমাদের মেয়েরা ঘরে ঘরে কার্পেট বোনা ছেড়ে বাড়ীর ব্যবহার্য্য কাপড় তোয়েরী কোরতে পারবে, আর ঘরে ঘরে সুতো তোয়ের হবে। (নরেনের প্রবেশ)

নরে। মোত্‌দা মোত্‌দা বাড়ী এসেছো ভাই?

ভব। কি নরেন, তুই ও এই হাঙ্গামে পোড়েছিস না কি?

নরে। আমি পোড়েছি! আমি থাকলে কি মোত্‌দাকে ধোরে নে যেতে পারতো! আমরা দু' ভাই ঘুষি বাগিয়ে দাঁড়ালে পঁচিশটে লোকের মওড়া নিতে পারি।

অঘো। নাও, একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর! দেড় বছর ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগলি, এখন একবার পালোয়ানি দেখ।

নরে। আজ্ঞে আর আমার সে অবস্থা নেই; ম্যালেরিয়াতে প্রায় মেরে ফেলেছিল বটে, কিন্তু ঐ মেজর কোম্পানির শালসা খেয়ে—অতি চমৎকার ওষুধ মেশো মশাই অতি চমৎকার ওষুধ,—তাই খেয়ে আর স্যাণ্ডো কোরে আমার শরীরটা কি হোয়েছে দেখেছেন? এই বুকের ছাতি দেখুন, এই হাতের গুলি টিপুন, যেন লোহা।

অঘো। যা যা ঢের দেখেছি।

নরে। কি বলেন মেশো মশাই, আপনারা ছেলে ছেলে কোরে আমাদের সব উড়িয়ে দেন; কিন্তু এই যে স্বদেশী অনুরাগ —এ জাগিয়ে দিলে কে? এ বজায় রাখছে কে? আমরা না খেয়ে না দেয়ে প্রাণপাত কোরে খাটছি, তবে ত দেশী জিনিষের কাট্‌তি বাড়ছে! আমরাই সব করলুম, আর মুরুব্বিরা বলেন ছেলেদের অত বাড়াবাড়ি কেন?

অঘো। তা দেখ নরেন, আমরাও বুড়ো হোয়ে জন্মাইনি, একদিন ছেলে ছিলুম; বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্ম হোলে ছেলেরাই নিমন্ত্রণ কোরতে যায় ছেলেরাই বাড়ী সাজায় অভ্যাগতের

যত্ন করে পরিবেশন করে, চাকর বাকর কম থাকলে আপনারা হাতে কোরে এঁটো পাতা পর্য্যন্ত ফেলে; মুরুব্বিরা বোসে বোসে তামাক টানেন, আর হুকুম করেন বইত নয়; কিন্তু তা বোলে কা'কে নিমন্ত্রণ কোরতে হবে, কা'কে না হ'বে, কোন্ এক ঘোরেকে জাতে তুলতে হ'বে, কাকে এক ঘোরে কোরতে হবে, সে বিষয়ে কি ছেলেরা এসে কর্ত্তাদের উপর কথা চালাবে?

নরে। তা কি আমরা করি? আমাদের সব লিডার আছেন তাঁদের কথা শুনে চলি।

অঘো। ওই বাবা ওই, ওই লিডার নিয়েই গোলমাল! এই সংসারেই দেখতে পাই যে কোন ছেলে বাপ ঠাকুরদাদার কথা শুনে চলে, তাঁরাই হোলেন সেই ছেলেদের লিডার; তাঁরা ছেলেদের ভালবাসেন স্নেহ করেন, কিসে তারা লেখা পড়া শিখে কাজ কর্ম্মের উপযুক্ত হোয়ে মানুষের মত হয় তারই চেষ্টা করেন; আর এক রকম লিডার আজ কাল হোচ্ছে দেখছি, যে তারা ছেলেদের ভবিষ্যত মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আপনারা কিসে হাল্ ফিল্ ক্ল্যাপ্ পাবেন, তারই আশায় গরম গরম লেক্চার দিয়ে আপনাদের নাম জাহির করবার চেষ্টা করেন।

ভব। তা বলতে কি এই যে তোমাদের গোলমাল হোচ্ছে, এর জন্য আমাদের বাছারাইত প্রাণ পাত কোরে খাটছে।

মতি। একশোবার একশোবার; আমি বরং আপনাদের ভয়ে যতটা ইচ্ছা ততটা কাজ কোরতে পাচ্ছিনে।

অঘো। মতি, দেখ বাবা যাতে আমার চাকুরিটীর হানি না হয়

তা করিস, কিন্তু তোদের আদত কথায় আমার সম্পূর্ণ মত আছে ; শোন্ আমার পরামর্শ একটা শোন্ : তোদের ওই যে সুরেন বাঁড়ুর্য্যে ত সব দিক বজায় রেখে কাজ করে, ওর কথাটী শুনে চলো আমি কিছু বোলবোনা, নইলে আজ কাল অনেক নতুন এসে গরম গরম কথা কোয়ে তোদের ক্ষেপিয়ে দেয় ; ওইটীতেই আমি কেমন নারাজ। অবশ্য হয়তো তাদের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু কোন্ গড়নে কতটুকু পান দিতে হয়, সেইটী বোঝেন না।

ভব। শুনলি নরা শুনলি মতে, কর্ত্তা কি বলছেন ? উনি যা বোলছেন তা শোন্, ও সব হৈ চৈ ছেড়ে দিয়ে আপনাদের পড়া শুনো কর্।

নরে। মাসী মা, সকল কর্ত্তব্যের আগে কর্ত্তব্য মাতৃ-সেবা করা, আমরা আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির সেবা কোরছি।

মতি। এই মা এই—বুঝতে পেরেছো ? নরেন যা বোলছে বুঝতে পেরেছো ? এর চেয়ে আর কিসে বেশী পুণ্য হোতে পারে !

ভব। আচ্ছা বেশ, আমিত তোর মা, তুইত আমার সেবা করিস আমিও আশীর্ব্বাদ করি ; কিন্তু তুই যদি আপনার পড়া শুনো কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে দিন রাত আমার পায়ে হাত বুলোস, আর পাকা চুল বেছে দিস্, তা হোলে কি আমি বেশী সুখী হই ?

মতি। সহজ অবস্থায় নয়, কিন্তু মা তোমার যদি ব্যায়রাম হয় তা হোলে কি আমার উচিত নয় যে কলেজ টলেজ বন্ধ

কোরে দিন রাত তোমার কাছে বোসে সেবা শুশ্রুষা করি! তেমনি—আমাদের বঙ্গমাতারও এখন সেই সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থা; এখন আমার পড়া যাক কর্ম্ম যাক ভবিষ্যতের ভাবনা যাক, প্রাণ পাত কোরে মায়ের সেবা করি মাকে আরাম করি মাকে বাঁচিয়ে তুলি; তার পর আবার আপনার কাজে মন দেবো। মা! তুমি মরবে, আর আমি সে দিকে দৃকপাত না কোরে কি কোরে উকিলীর সামলা মাথায় দেবো তারই জোগাড়ে থাকবো!

নরে। বেশ বোলেছো মতি দা' বেশ বোলেছো, যদি জন্মভূমিকে সত্যই আপনার মা'র মত মা বোলে ভাবি, তা হোলে মাসীমার জন্যে তুমি যা কর বঙ্গমাতার জন্যও তাই করা উচিত।

(নেপথ্যে) দাদা একবার বাইরে আসুন, কৃষ্ণ বাবু এসেছেন, পুলিশের উকিল কৃষ্ণ বাবু।

ভব। যাও যাও, কি হোলো সব ভাল কোরে বুঝে এসো। মতি! তুই যাসনে বাড়ীর ভেতর আয়, নরা ও আয়, জল টল খা'সে; সমস্ত দিনটা অমনি গেছে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট—হেদোর ধার।

মুচীগণ— গীত।

বাবুদের জুতিটী ছিঁড়িয়ে গেলে কি হোবো।

এই মুচী বোলে ডাকলে হামায় কথাটী আর না কোরো।

বষ্টক্, ডসন্, ল্যাটিমার, তাদের মুখে ঝাড়ু মার,
আরতো ও জুতিটী ভাই সিলাই কোরতে না লোবো।
মোরা ভাই ব্রাদার সব বানায় জুতি আচ্ছা,
পরক্ কোরো কোনটা ঝুটা কোনটা আসল সাঁচ্চা,
বাল্ বাচ্ছা না খুসী হোয় দামটী ফেরত দোবো।
আগর নাহি মিলে রোটী, তব্ ভি খসম নাহি টুটি,
বেলাতি জুতি মেরামতিসে রাজী নাহি হোবো।
ডবল ডবল মজুরি দিলেও সুঁইটী নাহি ছোঁবো॥

পঞ্চম দৃশ্য।

থ্রেড্ নিডিল্ কোম্পানির দোকানের সম্মুখ।

মিষ্টার থ্রেড নিডিল।

থ্রেড। I say, Jenkins—Jenkins——

জেঙ্কি। Yes Sir? (জেঙ্কিন্সের প্রবেশ)

থ্রেড। Have you spoken to the Babus?

জেঙ্কি। Yes, I was সম্‌জাওয়িং them.

থ্রেড। Dam your সম্‌জাওয়িং, give them a bit of our mind. You know I am a plain blunt man, as straight as my tape, and as sharp as my scissors. Hang your সমজাও, and tell them if নকৃরি চাও মিমক্ খাও, নেহিতো আফিস্ সে চলা যাও একডম। I shall be in my rooms. I give you ten minutes, to come and report me.

(থ্রেড নিডিলের প্রস্থান)

জেঙ্কি। The boss is wild, and I am in a pretty fix.

(হামিদ্ ওস্তাগরের প্রবেশ)

হামিদ্। জেঙ্কু সাহেব! এ ব্যাপারটা হোতে লাগছে কি? বোড়ো সাহেব তো দ্যাখ্‌লাম্, মু খানা একেবারে সাঁত্‌রাগাছীর ওলের মত লাল কোরে, আমাগোর সেলাই খানার ঘরের মধ্যি দিয়ে চলি গেলেন। সফরদ্দি ওস্তাগরের কোল থেকে তার পায়ের গুঁতা লেগে, কল্‌টা উল্টাইয়া পড়লো তা খেয়ালই করলো না।

জেঙ্কি। আরে হামিদ্ ওস্তাগর, হামিতো বড় মুস্কিলে পড়্‌চি। বড়া সাহেব হামাকে বোল্‌চে, যে, এই সিজিনের হাফ্ প্রাইজ সেলে বাঙ্গালী খরিদ্দোয়ার দু একটা বই আস্‌লো না; দোকানকা সব শালা বাঙালী কেরাণী লোক্ কো বোলো—যে. টোমলোক্‌কা কসুর সে এ্যায়সা হুয়া।

হামিদ্। কেনে জেঙ্কু সাহেব! কেরাণী বাবু গোর কি কসুর? ওনারা তো আপনাগোর ছাপানো চেটীর ওপর লাল কেতাব্ দেখে নাম ল্যাখেন্ বই তো নয়। খদ্দের তো আর ওঁরা পাক্‌ড়া করে আন্‌তে পারেন না।

জেঙ্কি। বড়া সাহেব বোল্‌চে যে ঐ শালারা—সোয়াদেশী সোয়াদেশী কর্‌কে ভালা কোরে নাম লেখেনি, তাই বিক্রী এক ডম বন্‌ধ্ হোয়েছে। বুঝলো হামিদ্ ওস্তাগর!

হামিদ্। ইটি বাবুগোর ওপর জুলুম হইচে, সে বেচারারা কোরবে কি?

জেঙ্কি। টোম্ বুঝচে না হামিদ্! ওই যে ১৬ই অক্টোবর সব বাবুরা খালি পায়ে আফিসে আস্‌ছিল, আউর্—আবি

বিলাতী ধুতী লংক্লথ, ছোড়িয়া দিছে, এসাওয়াস্তে বড়া সাহেব বোল্‌চে—ও লোক সব্ বিগ্‌ড়ায়েছে।

হামিদ্। জেঙ্কু সাহেব! তোমারে সকলেই ইজ্জোৎ দ্যায় ভাল বাসে; তুমি দেখো—যে বাবু গোর রুটীটে না মারা যায়। মুই য্যাহোন্ যাই। মিস্ মেলিনের গউনটা ঠিক হোয়ে গেছে, আয়রণ করিয়ে প্যাক্ করিয়ে দিই গে।

(প্রস্থান)

জেঙ্কি। (স্বগত) (What am I to do)? হোয়াট অ্যাম আই টু ডু? হামার মার মাটী ছিল,—ডেশী, সাদী কোর্ লো নেমক মহলের সাহেব জেঙ্কিন্স কো, বাস্ হাম একে-বারে ব্রিটীস্ বরণ্ ফিরিঙ্গী হোলো। আবি হামার মামার ব্লডবোলে টোমারা হিন্দুস্থান কা ভালাই করো, নেটীভ্ লোককা ভাই বোলো। ফিন্ ড্যাডের ব্লড বি চুপ্ থাকে না; ও বোলে—নের্টিভ্ কো হেট্ করো বুট মারো। আউর আপ্‌নার গ্রাণ্ড্ মামা কা বাত কোইকো না বোলো। লেকিন্, হাম কেয়া করে,—কেয়া করে? ইংরাজীনাম,—ইংরাজী পোষাক,—ইংরাজী বুলি, ইংরাজী খানা, হাম আচ্ছা চাল্‌মে হ্যায়। সব কোই হাম্‌কো সেলাম করে, রেল গাড়ীমে যাতা, হামকো ওয়াস্তে থার্ড ক্লাস মে ভি—“ইউরোপীয়ান্‌স ওন্‌লি” কামরা মজুত হ্যায়। সব ভাল আছে;—তবভী কেমনটী হোচ্চে! হামি বাঙালীকে বেইজ্জোত করতে পারি না। বাঙালা হামার ঘর, বাঙালামে হামার পয়দা!

দেখে—কেয়া করে? (নেপথ্যে দেখিয়া) অগোর বাবু স্থয়ার—অগোর বাবু স্থয়ার—

(অঘোরের প্রবেশ)

অঘো। কি সাহেব, একশো বার স্থয়ার স্থয়ার কর কেন? আমি কতবার বোলেছি—আমাদের পদবী স্থয়ার নয়; অঘোর নাথ সুর।

জেঙ্কি। ও ছোড়িয়ে দেনা বাবা ছোড়িয়ে দেনা। স্থয়ার কি খারাব চিজ্।

অঘো। কি বোলছিলে এখন বল সাহেব।

জেঙ্কি। বড়া সাহেব তো বড়া ক্ষেপিয়ে গিয়েছে। বোলে—পঞ্চাশ ষাট্‌টো বাঙালী কেরাণীকো হামি রোটী দিচ্ছে, ডেরশো বাঙালী ডরজীকো টলব্ দিচ্ছে, টবভি এশালা বাঙালী লোক সেপ্টেম্বর কা হাফ্ প্রাইজ্ সেলে কুছু কিন্‌লোনা।

অঘো। কিন্‌লোনা কি সাহেব? শ্রীচরণ রঞ্জন বাবুতো দুহাজার টাকার ওপর জিনিষ নিয়ে গেছেন; তিনি বোল্লেন যে আমার এত দরকার ছিল না; তবু অন্য খদ্দের বেশী নাই বোলে আমি এত নিচ্ছি। এই ভাবুন না—তাঁর বাড়ীর মেয়েরা তো জ্যাকেট টা আসটা পরেন, কিন্তু গাউন তো আর পরেন না, তবু তিনটে টি গাউন্ আর পাঁচ টা মর্ণি গাউন্ নিয়ে গেছেন, তা ছাড়া চারটে শ্লিপিং সার্ট। আর গোলাম উল্লা সাহেব তো প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মাল নিয়ে গেছেন, আর হাজার আটেক টাকার অর্ডার দিয়ে গেছেন। আর আমার নিজের পিস্‌তুতো ভাই তিনকড়ী ঘোষ—তিনি ৪০ টী টাকা

বই মাইনে পান না, তবু এই গেল শুক্রবার দিন এসে ঐ যে ঘুঘুডাঙ্গার রেলের ধারের উলুফুল গুলো তুলে আনিয়ে আমরা যে বাস্কেট্ সাজিয়ে রেখেছি, তার দুটো দেড় টাকায় নিয়ে গেছেন। আজকালকার ব্যাপার বুঝে, এ সব খোদ্দেরের নাম ক্যাস বোয়ে টুকে রেখেছি।

জেঙ্কি। লেকিন্ বড়া সাহেব বোলে টোমরা নিজে কেন বিলাটী কাপোড় পোরচে না।

অঘো। কোরবো কি সাহেব, কোরবো কি! পাড়ার লোকে নিন্দে করে ছেলে পুলেরা পায়ে ধোরে কাঁদে—যে বাবা আর ও, পোরো না। এমন কি সাহেব আপনাকে বলি—আপনি আমাদের বাঙালীদের ওপর নেক্ নজোর করেন, আপনার কাছে গোপন কোরবো না, বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত বিলাতী জিনিষ ব্যবহার কোরলে আমাদের গায়ে থুথু দেয়।

জেঙ্কি। অগোর স্থয়ার—

অঘো। আবার স্থয়ার ?—

জেঙ্কি। মাপ্ কর বাবা মাপ্ কর ; অঘোর সোর! হামার বড় মুস্কিল টী হোলো ; দুটী ডিঙ্গিতে আমার পা হোয়েছে। সেই যে একবার টোদের রাজার বাড়ীটে যাট্রা শুনিয়েছিল যে, "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"—হামার দশাটী ডেখছি টাই হোলো।

অঘো। সাহেব! তোমায় আমরা ভালবাসি, তুমি মানুষ বড় ভাল ; তুমি এখন কুল্ টুল্ ছেড়ে দাও, ঐ শ্যামই রাখ।

(দ্রুতপদে নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতা। ও সুর মশাই! শীগ্‌গীর আসুন না, মিসেস গুপ্তা অনেক কাপড় কিনেছেন ; তিনি টাকা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। বিল্‌টা ঠিক কোরে দিন এসে।

অঘো। চল চল যাচ্ছি। (জেঙ্কিন্সের প্রতি) সাহেব আমি যাই বিল্‌টে ঠিক কোরে দিইগে। আপনি বড় সাহেবকে বোলবেন, একটু ঠাণ্ডা হোয়ে চোল্‌তে—দিন কতকের জন্য একটু ঠাণ্ডা হোয়ে চোল্‌তে,তা হোলে সব মিটে যাবে।

জেঙ্কি। আরে সুয়ার বাবু. টোম্ কি জানে!—হামাডের বড়া সাহেব—হু হুঁ— হুঁ হুঁ—সেই সাহেবের বুঝলি টো—সেই সাহেবের ছেলিয়াটীর সাঠে আপনার বহিন্‌টীর সাডি ডিয়েছে। সে বোলে, যে টোমার বাঙালী ঠিক্ না হোয় টো পিছে বুল্‌ডগ্ ছোড়িয়ে ডেবে।

নিতা। অঘোর বাবু, আপনি শীগ্‌গীর আসুন। গুপ্তা বিবি একে মেম্—তায় বাঙ্গালী মেম, বড়ই রাগ্ করছেন।

অঘো। চল যাই।

(অঘোর ও নিতাইয়ের প্রস্থান)

জেঙ্কি—

গীত।

হামি এখন কি কোরে কি কোরে।
চরম যডি চাই, বাঙ্গালী মেরা ভাই
আবার ইংরাজী ঢাঁজ—ইংরাজী সাজ—ইংরাজী রাজ
মাঠার উপরে॥
হিণ্ডু মুসলমান্ হামার সাঠ খায়না কভি খানা,
খাস্ ব্রিটীস্ টেবিল্‌মে মেরা জানা মানা,

টেরিঙ্গী বিলাটী ফিরিঙ্গী বোল্‌কে চাল্ চালে সব জোরে ॥
ঢিক্ ঢিক্ নকরী, গোলামী না চাই,
বাঙালীকো বোলেঙ্গে আপনা ভাই,
খাঁটি ইংরাজ নারাজ হামারা পর—হাম রহেঙ্গে বাঙালী ঢোরে ॥

(মতি ও কতকগুলি ছাত্রের প্রবেশ)

ছাত্রগন। (সমস্বরে) সবাই আমরা কোলে লব তোমায় আদরে ॥

(মিসেস্ গুপ্তা ও কাপড়ের প্যাকেট লইয়া নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতা। জমাদার গাড়ী বোলাও গাড়ী বোলাও, সাম্‌নে লেয়ানে বোলো।

নেপথ্যে কিস্‌কো গাড়ী?

নিতা। মিসেস্ গুপ্তা বোলো গুপ্তা বোলো।

নেপথ্যে গোফ্‌তা মেম সাহেবকা গাড়ী—গোফ্‌তা মেম্ সাহেবকা গাড়ী।

মতি। মা! আপনাকে যে আমাদের বাঙালী দেখ্‌চি, আপনি এখানে? আপনি এই ইংরেজের দোকানে বিলিতী জিনিষ কিন্‌তে এয়েছেন?

গুপ্তা। কেন, তা'তে হোয়েছে কি?

মতি। আমরা তবে কার জোরে কার উৎসাহে উৎসাহিত হবো?

গুপ্তা। কে তোমরা?

১ম ছাত্র। আমরা কেউ নই মা, আমরা গরীব ছাত্র।

গুপ্তা। তা—ছাএতো—তোমরা কলেজে যাওনি? এসব কি কোরে এখানে ঘুরচো?

মতি। না মা আমরা কলেজে যাই; কিন্তু বুঝচি—যে কলেজে

পোড়ে একজামিন্ পাশ্ কোরে অর্থোপার্জ্জন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমরা ছাত্র ; কিন্তু ছাত্র হোলেও মনুষ্য, এবং এই বঙ্গমাতার সন্তান। মনুষ্যত্বের এবং মাতৃপূজার ও একটী কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আছে। তাই আমাদের কতকটা অবসর সময় আমোদ ক্রীড়া বা আলস্তে না দিয়ে মায়ের পূজায় ক্ষেপণ কোরতে প্রতিজ্ঞা কোরে ব্রত গ্রহণ কোরেছি।

নিতা। ওহে বাপু সর সর পথ ছাড়, মেম সাহেবের জিনিষ সব গাড়ীতে তুলে দিই।

২য় ছাত্র। মেম সাহেব ?—মেম্ সাহেব কিরে কালা মুখো বাঙালী ? দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে—উনি আমাদের মা—বাঙালী মা।

গুপ্তা। (Now look here you young men, if—) নাউ লুক্ হিয়ার ইউ ইয়ং মেন্, ইফ্—

মতি। ওমা ! আপনার পায়ে পড়ি—আপনার দুটী পায়ে পড়ি বাঙালায় কথা কোন্ আমাদের সঙ্গে ; মাগো ! আমাদের গর্ভধারিণীর স্তন্যক্ষীরের সঙ্গে যে ভাষা আমরা বোলতে বুঝ্‌তে শিখেছি—আপনি মা সেই ভাষায় কথা কোন্।

নিতা। এই জমাদার ! কাঁহা গিয়া ? হটায় দেও সব ভিড়।

মতি। চুপ্ ছোট লোক, পোনের টাকার গোলাম ! লজ্জা করে না তোর ? আপনার মাকে আপনি অপমান কোরছিস্, আপনার দেশের ভায়েদের অপমান কোরছিস।

নিতা। কি মা—মা কর ? মাতো আমার অনেক কাল মরে

গেছে। আর ভায়েরা? আ মরি মরি!—আমি এই সমস্ত দিন খেটে খুটে নিয়ে যাই;—এক ভাই বাতে পোড়ে আছেন, আর এক ভাইয়ের গৃহিনী :তাদের আমি বোসে বোসে খাওয়াই! আ—ভারি আমার দেশ-হিতৈষী এয়েছেন গো!*

১ম ছাত্র। দেবো নাকি হতভাগাকে বন্দে মাতরং কোরে!

মতি। না না শরৎ থাম থাম, ওর বিদ্যে বুদ্ধি বা কত টুকু, আক্কেলই বা কি?

নিত্য। আক্কেল ঢের আছে, কালেজে পড় আর কার সঙ্গে কথা কচ্ছো জান না? মেম্ সাহেব কে চেনো? ইঁনি আমাদের বরাবরের খদ্দের—আমি জানি; ইঁনি তোমাদের বড় কালেজের প্রোফেসার গুপ্ত সাহেবের মেম্।

ছাত্রগণ অ্যাঁ!—

নিত্য। আবার অ্যাঁ কি? আমায় মারতে এসো! এই গুপ্ত সাহেব গুপ্ত সাহেব!—আজ প্রোফেসার আছেন, দু দিন পরে কেসিয়ার হবেন।

ছাত্রগণ। মা—

গুপ্তা। কেন আপনারা আমাকে বাধা দিচ্ছেন? আপনারা কলেজে পোড়ছেন; জানেন—যে প্রতি মনুষ্যেরই স্বাধীন ইচ্ছা চালনার ক্ষমতা আছে। আমার যা ইচ্ছা আমার যা আবশ্যক সেই মত আমি দ্রব্য সংগ্রহ কোরবো, তাতে কাহারও বাধা দেবার অধিকার নেই।

১ম ছাত্র। মা—মা—আপনি আমাদের গুরুপত্নী! আপনাতে আর আমাদের গর্ভধারিণীতে কোন পার্থক্য নাই। আপনার

সঙ্গে তর্ক করবার অধিকার ও আমাদের নাই। তবে, আমরা প্রতিজ্ঞা কোরেছি—দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রাণ পণে সাহায্য কোরবো, দেশের দাসত্বে জীবন উৎসর্গ কোরবো। আপনি মা জননী গুরুপত্নী, দেশের আদর্শ রূপিণী! আপনাকে আর অধিক কিছু বোলতে পারিনা; কিন্তু—

(অন্য সকলের প্রতি)

এসো ভাই সকল এসো, এই দোকানের সামনে আমরা শুয়ে পড়ি, মা আমাদের ঐ বিলিতী জিনিষ নিয়ে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চোলে যান। মার সঙ্গে আমরা জোর কোরতে পারি নে, মার কাজে আমরা বাধা দিতে পারিনে, কিন্তু মার পায়ে রক্ত দিতে প্রাণ দিতে তো পারি।

(সকলের শয়ন)

নিতা। সইস্ সইস্—ঘোড়া হটায় লেও, ঘোড়া হটায় লেও, আদ্‌মী খুন হোগা।

গুপ্তা। বাবা বাবা ওঠ ওঠ, বাবারা আমার, ছেলেরা আমার ওঠ। উঃ—তোদের প্রাণে দেশের জন্যে এমন মমতা জেগে উঠেছে রে। ছেলে তোরা—আমায় শিক্ষা দিলি আজ! নাও বাপ ওঠ,—উঠেছিস্?

ছাত্রগণ। মা—মা উঠেছি উঠেছি। কি আজ্ঞা কোরবেন করুন।

গুপ্তা। (নিতাইয়ের প্রতি) তা দেখ, ছেলেরা যখন এতটা বারণ কোরছে, এ কাপড় চোপড় তোমরা রেখে দাও।

নিতা। আপনি বোলছেন কি? তা কি কখন হোতে পারে? এ রুল্,

রেগুলেসন্, রোটেসন্, কোটেসন্, য়্যাডিসন্, সবট্র্যাক্‌-সন্, এষ্ট্যাবিলস্‌মেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট; আর তার উপর আমাদের বড় সাহেবের হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ।

মতি। এই থাম্‌না ব্যাটা, কি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোরিস্।

নিতা। এ্যা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ বই কি? আর আমার চাক্‌রীটি গেলে কাল এসে দর খাস্ত দিন।

ছাত্র। (Take care you Scoundrel) টেক্ কেয়ার ইউ স্কাউন্‌ড্রেল।

গুপ্তা। চুপ্ কর বাবা চুপ্ কর। (নিতাইয়ের প্রতি) আপনারা এ ফিরিয়ে নিতে পারেন না?

নিতা। নো নেভার; নো রুল্ ইওর লেডি সিপ্,—ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি, পি এন্ ও আর, হোরমিলার, অর এনি সিপ্।

গুপ্তা। থাম থাম। (ছাত্রগণের প্রতি) বাবা!

ছাত্র। মা!—

গুপ্তা। এই সমস্ত প্যাকেজ্ গুলি নাও, তোমাদের হাতে দিলুম। যা ইচ্ছে তাই করগে। আমারও গর্ভের সন্তান আছে, তোমরাও আমায় আজ 'মা' বোলে ডাকলে। আমি ঈশ্বরের নাম কোরে, বঙ্গমাতার নাম কোরে বোলছি যে তোমরাও আমার সন্তান!—তোমাদের নাম কোরে প্রতিজ্ঞা কোরছি, যে আমি আজ থেকে আর যথা সাধ্য আমার বাড়ীতে বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার হোতে দেবো না।

ছাত্রগণ। মার জয়—মার জয়—আমাদের গুরুপত্নী মার জয়।

গুপ্তা। না বাবা! আমার জয় নয়, বল্ তোদের মেহের জয়,

তোদের মাতৃ-ভূমি-ভক্তির জয়, বঙ্গমাতার জয়, ধর্ম্মের জয়।

ছাত্রগণ। বঙ্গমাতার জয়! ধর্ম্মের জয়! আমাদের গুরুপত্নী মার জয়!

গুপ্তা। আশীর্ব্বাদ করি বাবা। এখন আমি আসি।

ছাত্র। না মা, এই আমাদের সর্ব্বনেশে বিদেশী বস্ত্র তোমার সামনে পোড়াব, এর সৎকার কোরবো, তুমি দেখে যাও মা।—

(বস্ত্রাদি প্রজ্জ্বলিত করণ।)

মায়ার প্রবেশ।

মতি। মা! আপনি কে?

মায়া। আমি মা, আর কেউ নই।

গীত।

ওগো তোরা আলো কর বঙ্গদেশের মুখ।
চেয়ে তোদের পানে আমার যেন বাড়ছে দশহাত বুক॥
ওরে আমার মায়ের বাছা সব, শুনে তোদের 'মা মা' বোলে রব
কবো আর কেমন কোরে আমার মনে হোচ্চে কত সুখ॥
কিন্তু হাত ধোরে মানা করি বাপ, পুণ্যের ভারতে আর এনো না কো পাপ,
নিজের কড়ি পুড়িয়ে দিয়ে আর বাড়িও না কো দুখ॥
ময়লা সারে ফসলটা বেশ ফলে বটে ক্ষেতে,
কিন্তু ফসলটা বই ময়লাটা আর নেয় না তো কেউ খেতে;—

তেমনি জন্মেছে বিরাগ সারে যেই অনুরাগ,
যত্নে রাখ তারে বুকে কোরে সব সোহাগ,
স্বদেশীতে মন দাও বেশী কাঙাল বাঙলার দুঃখ ঘুচুক ॥
(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাস্তা।

গীত।

চুড়িওয়ালীগণ—

(আর) বিক্‌লোনা বিলাতী চুড়ি বিলাতী চুড়ি।
সলায়ে কলায়ে কেত্‌না ভুলাওয়ে
তভিনা বোলাওয়ে বাঙালী ছুঁড়ী বাঙালী ছুঁড়ী॥
রং বেরংকে চুড়ি ফুকারকে ফিরি পাড়া পাড়া,
কড়েকে সওদা নেহি হোতা কোহি না দেয় সাড়া,
বল্‌কে তাড়া দেয় লেড়কা লোক বোলে তোড়েঙ্গে ঝুড়ি ॥
খালি বুলি. লে আও রুলি—লে আও সফেদ্ শাঁকা,
ঝুড়ি ভর্‌কে দেশী জল চুড়ি, নেহি ফিক্ দেও তেরি ঝাঁকা.
(মেরি) দেশকা টাকা দেশ্‌মে রহেঙ্গে পায়েঙ্গে দেশ্‌কা গুড়ী।
হট্ যা হট্ যা হাটুরিয়া পরদেশী দুষমন মুখ্‌পুড়ী॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দরদালান।

গীত।

বালকগণ—

মা! আমায় হাঁটতে শেখাও হাত ধোরে।
ঐ ঝি মাগি মা কোরলে খোঁড়া আগা গোড়া কোলে কোরে॥
আমি 'মা মা' বোলে হামা দিয়ে তোর ঘরেতে গেলে,
বেটী ছুটে এসে টুঁটি টিপে বলে দুষ্ট ছেলে,
আর কোলে তোলার ছলে ওগো টিপ্‌নি দেয় মা অন্তরে॥
খাবনা ঐ বাগ্‌দী বেটীর মাই (আর),
তোমার হৃদয় ক্ষীর মা চাই———
সবাই আমরা ভাই বোনেতে খেলবো খাব তোর ঘরে॥
ঝি বেটী দেখায় জুজুর ভয়,
কত একানোড়ে ভূতের কথা কয়,
আবার বলে মায়ের আছে ক্ষয়ের ব্যামো
তার কোল ছুঁলে গো ছেলে মরে॥
ও বেটী মা নিশ্চয় হবে ডান,
নইলে কেন দেখায় মায়ের চেয়ে টান,
বেটীর মনে আছে, মানুষ কোরে, রক্ত খাবে এরপরে॥

মা আমার একটু পায়ে হোক্কে বল,
আর ধোরবো না আঁচল,
তোমার দুঃখ ঘুচাব মা নিজে মাথায় মোট কোরে।
অলস বিলাস ছেড়ে মাগো পূজবো তোমায় প্রাণ ভোরে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বহির্ব্বাটীর বারাণ্ডা।

(শ্রীচরণ রঞ্জন বাবু ও সেবকরাম)

শ্রীচরণ। আরে রেখে দাও রেখে দাও, ও পোড়াদহের কথা থো কর, আমাদের নিজের পাশডাঙ্গা গ্রামের কথা বল। সেখানে এসব হাঙ্গামা হোচ্ছে না তো?

সেবক। আজ্ঞে সেই হেড্ মাষ্টার অবিনাশ বাবু কতক চেংড়া ছোঁড়া নিয়ে গোল বাঁধাবার চেষ্টা কোরেছিলেন, তা সে সব খুব দমন করা গেছে।

শ্রীচরণ। কি রকম—কি রকম?

সেবক। আজ্ঞে ঐ চেংড়া গুলো অবিনাশ বাবুর কথায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাজারে ঘুরতো, আর যে সকল ব্যক্তি বিলিতী কাপড় কি চিনি কি লবণ খরিদ করবার জন্য যেতো তাদের পায়ের তলায় পোড়ে চীৎকার কোরে বোলতো, দেশি দ্রব্য লয়েন, বিলিতী খরিদ কোরবেন না।

শ্রীচরণ। ওই চেংড়া গুলো?

সেবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ চেংড়া গুলো। বেটাদের এমন স্পর্দ্ধা

বেড়েছে, যে বড় বড় ভদ্রলোকের পায়ে অনায়াসে জাপ্‌টে ধরে, আর কাঁদতে কাঁদতে বলে, যে বিদেশী দ্রব্য খরিদ করেন তো আমরা আপনার পায়ের তলায় প্রাণত্যাগ কোরবো।

শ্রীচরণ। একি—হোলো কি?—এ যে অরাজক! তুমি আমার আজ্ঞা প্রচার কর নি?

সেবক। প্রচার করিনে হুজুর? আমি মুন্সী মশায়কে দিয়ে বড় বড় এস্তাহার লিখিয়ে নিয়েছি, যে—প্রবল প্রতাপ শ্রীশ্রীহুজুর শ্রীচরণ রঞ্জন পাল বাহাদুরের হুকুম—যে আমাদের গ্রামে যে ব্যক্তি বন্দে মাতরং শব্দ উচ্চারণ কোরবে বা বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার না কোরবে, সে শ্রীযুত জমিদার মহাশয়ের কোপানলে পোড়বে।

শ্রীচরণ। তা এতে কি পুলিশ সাহায্য কোরলে না?

সেবক। আজ্ঞে ঐ মিন্‌মিনে গঙ্গাধর সাণ্ডেল ছিল দারোগা, তার দ্বারা কি কোন কাজ হয়! সে বেটা বোলতো কি না, যে, লোকে যে যার পছন্দ মত দ্রব্য খরিদ করুক না, তাতে আমাদের কি? আর দেশী জিনিষের আদর হউক না, তাতে তো আমাদেরই মঙ্গল। তা বেশ হোয়েছে, বেটাকে একেবারে বদলি কোরে দিয়েছে। এবার এসেছেন কর্কশকান্ত বাবু দারোগা হোয়ে; তাঁর দপ্‌দপানিতে গরীব গেরস্থর মেয়েরা এবার দিশি কুমড়ো কুরে বড়ি দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ কোরেছে, আর সদয় গুরুমশায় মকর সংক্রান্তির

জন্যে এবার আর পাঠশালের ছেলেদের নিয়ে বন্দ মাতার দল বসান নি।

শ্রীচরণ। বেশ বেশ সেবকরাম—ঐ রকম লোক চাই! দারোগা মশায়কে আমার কথাটা বেশ বুঝিয়ে বোলেছ তো?

সেবক। আজ্ঞে হুজুর, দারোগা মশায়ের আপনার উপর বড়ই দয়া। তিনি বোলেছেন যে পৌষ সংক্রান্তির পরেই দপদপাপুরের পাটকলের বুচার সাহেবকে আপনার বাড়ীতে একদিন খানা খেতে ও আপনার নজর নিতে রাজী করাবেন।

শ্রীচরণ। সত্যই কি পাট কলের সাহেব হুজুর আমার বাড়ীতে দয়া কোরে আসবেন বোলেছেন?

সেবক। আজ্ঞে হাঁ। আমি চেষ্টা কোরছি, যাতে মেম্ সাহেব ও দয়া কোরে সঙ্গে আসেন।

শ্রীচরণ। তা হোলে তো সেবকরাম আমার বাড়ী পবিত্র, বংশ পবিত্র হবে। আর যখন মেম সাহেব আসবেন বোলেছেন তাঁকে তো একটা নজর দিতে হবে, পাঁচ হাজার টাকার কমে আর হবে না। আহা মরি মরি সাহেবের কি চেহারা—দেখেছো সেবকরাম?

সেবক। আর কি সুন্দর দাড়ি! মেম সাহেবেরও আমি ঠাউরে দেখেছি দাড়ি একটু হবার হবার মতন যোগাড় হোচ্ছে।

শ্রীচরণ। আহা তা হবে না! ওঁরা তো আমাদের বাঙালী নন, মেম সাহেব—একটা কত বড় সাহেব—তাতে আবার পাটকলের ম্যানেজারের মেম,—তা ওঁর দাড়ি হবে

না ত কি দাড়ী হবে, ঘনশ্যামের শাশুড়ির।

(বন্দে মাতরং গাইতে গাইতে একদলের প্রবেশ)

সোরে যাও—সোরে যাও—এ বাড়ীতে কেন ?

দল। "বন্দে মাতরং "।

শ্রীচরণ। আমার বাড়ী কেন—আমার বাড়ী কেন? বাবা তোমাদের কাছে মিনতি কোরছি আমার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে যাও।

দল।—"সপ্তকোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,
দ্বি সপ্ত কোটী ভুজৈর্ধৃত্বা খর করবালে,"—

শ্রীচরণ। ও বাবা ওকি ও ওকি ও?—হ্যাঁগা তোমায় যে চিনছি চিনছি কোরছি,—তুমি বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র না? তা তোমার এসব কি আক্কেল?—ভদ্রলোকের বাড়ীতে এরকম ডাকাত পড়া কি ভাল দেখায়?

সুরেশ। ডাকাত পড়া নয় মশায়, আপনাকে আমাদের দলে আসতে হবে। আমরা আজ ভিক্ষে কোরতে এসেছি, কিছু ভিক্ষে দিন। এই দেখুন, ছোট ছোট ছেলেরাও আমাদের সঙ্গে এসেছে!

শ্রীচরণ। ভিক্ষে! ছি—ছি—ছি। যে বিদ্যেসাগর দুহাতে দান কোরেছেন তুমি তার দৌহিত্র হোয়ে আজ বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে কোরে বেড়াচ্ছ? ঘেন্নাও করে না! না বাবা—আমাদের মাপ কর বাবা! আমরা সাহেবদের ছেড়ে বিদ্রোহী হোতে পারবো না।

সুরেশ। বিদ্রোহী হোতে কে বোলছে? ইংরেজ আমাদের রাজা; জানেন না?—স্বর্গগতা কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর

আমরা সকলে শুধু পায়ে লক্ষ লক্ষ লোকে গড়েরমাঠে গিয়েছিলুম ; তারপর এই আপনার বাসার সামনে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে সেই মহারাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কত সহস্র কাঙ্গালী ভোজন করিয়েছিলুম ; আর আজ পর্য্যন্ত সেই স্বর্গগতা মহারাণীর পুত্র আমাদিগের পরম পূজনীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভক্তি করি ; কিন্তু তা বোলে কি আমাদের দেশের তাঁতি জোলা ছুতোর কুমোর কামার—এরা যে একে-বারে আপনাদের ব্যবসায়ে বঞ্চিত হোয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, তাদের উদ্ধারের জন্যে কি কিছু চেষ্টা কোরবোনা ?

সেবক। হুজুর ! সেই—যা আপনাকে নিবেদন কোরেছিলুম— সেই কথা ! এঁরা সেই বন্দে মাতালের দল।

দল। "বন্দে মাতরং—বন্দে মাতরং !"

শ্রীচরণ। বাবাজী সব একটী কথা বলি, ঐ "বন্দে মাতরং" কথাটা ছেড়ে দাও না বাবা !

সুরেশ। গুরু মশায়ের পাঠশালে বন্দ মাতা গাইতে শিখেছিলুম, আর সেই কথারই অন্য ভাবে উচ্চারণ—এই "বন্দে মাতরং" শিখেছি—ছাড়বো ? তা কখন ছাড়বো না। আমরা একশোবার বোলবো—" বন্দে মাতরং " ! বল সকলে "বন্দে মাতরং "!

দল। "বন্দে মাতরং !"

শ্রীচরণ। ও বাবারা সবাই, আমি তোদের হাতে ধোরে মিনতি কোরছি, "বন্দে মাতরং" বোলো না, আমার সব যাবে।

সুরেশ। কেন, "বন্দে মাতরং" বোল্লে কি হয় ?

সেবক। দেখেন নি, এক একটা খোট্টা দরোয়ান আছে, পাগড়ীতে রাধাকিষণ বোল্‌লে ক্ষেপে ওঠে, তেমনি অনেক সাহেব এখন "বন্দে মাতরং" বোললে ক্ষেপে ওঠেন। তা সাহেবরা আমাদের দেবতা—মনিব—ওঁদের ক্ষেপান কি উচিত ?

দল। "বন্দে মাতরং" !

(টিটির প্রবেশ)

টিটি। ও বাবা ও বাবা-দেখনা এই বামুন ঠাকুর কি কোরেছে ! আমি কাঁদবো,আমি তোমার বাড়ীতে থাকবো না ! সবাই যা বারণ কোরছে আর বামুন ঠাকুর তাই কোরছে।

শ্রীচরণ। কি মা—কি টিটি—কি বোলছো ? তোমার আবার কি হোয়েছে টিটি ?

টিটি। এই দেখনা বাবা—বামুন ঠাকুর আজকে আবার বিলিতী কুমড়ো কিনে এনেছে, আর নতুন ঝি বিলিতী আমড়া কিনে এনে আমাকে খাওয়াতে যাচ্ছিল ! বাবা আমরা তো বিলিতী কিন্‌বো না, তবে কেন ওরা ও সব আনে ?

সুরেশ। মা মা তুমি বেঁচে থাক, রাজ রাজ্যেশ্বরী হও ! তোমার মনে এমন ভাব এসেছে মা,—যে দেশের জিনিষ হোলেও নামে বিলিতী কুম্‌ড়ো বিলিতী আম্‌ড়া বোলে—তুমি সে জিনিষ বাড়ীতে আনতে দিতে চাও না, সে জিনিষ খেতে চাওনা ! শ্রীচরণ বাবু আপনার মেয়ের কাছে আপনি শিক্ষা নিন্‌। আপনি বড় লোক, আপনার অনেক টাকা, আপনি আর বিলিতী ব্যবসায়ের

প্রশ্রয় না দিয়ে যাতে দেশীয় জিনিষের আদর হয় তাই করুন।

(গোলামউল্লার প্রবেশ)

শ্রীচরণ। আরে গোলামউল্লা সাহেব আসছেন—সোরে যাও সোরে যাও। সেলাম আলেকম্—

গোলাম। এ সব কেয়া হোতা হ্যায়? আপনার বাড়ী এ সব কি গোলমাল?

শ্রীচরণ। হাম্ অনেক পায়ে ধরা হ্যায়, এরা শুন্‌তা নেই। ডাকাত পড়া হ্যায়।

দল। "বন্দে মাতরং।"

গোলাম। এ কেয়া চিল্লাতা?—বন্ধ্যা মাতারণ্! সরকারকা হুকুম, ও বাত নেহি বোল্ না। কোন্ বোলতা হ্যায়?

সুরেশ। ও গোলামউল্লা সাহেব, তুমি বড় লোক আছ আর যাই আছ আমাদের এখানে আবার কেন জঞ্জাল বাঁধাতে এসেছো?

গোলাম। দেখ আমি এই দেশের একটা বড় লোক, আমার কথা তোমরা না শোন যদি, তোমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। জান আমি কে? আমি এই দেশের সমস্ত মুসলমানের পক্ষ হোয়ে বোলছি, যে,এই স্বদেশী-আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নয়।

(প্রস্থান)

(আবদুল শোভানের প্রবেশ)

আবদুল। মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা; আমার নাম আবদুল

শোভান, আমি একজন জমীদার, এবং হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে আমার সম্প্রাতি আছে—এ স্পর্দ্ধা আমি রাখি। আমি বোলছি যে আমাদের গোলামউল্লা সাহেব গোলামী আমলদারির সর্দ্দার হোতে পারেন, কিন্তু আমরা এই বঙ্গ দেশের এই মুসলমান সম্প্রদায় ওঁর ফোক্ত নবাবীর তক্তার তলে সেলাম করিনা। আমি জানি উনি বাপের কু-পুত্র। আমরা কি শিক্ষিত—কি অশিক্ষিত চাষী মুসলমানগণ, আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণকে এক মাতার সন্তান বোলে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। ওঁর কথা আমাদের বঙ্গবাসী মুসলমানের কথা নয়, আমরা সবাই বাঙালী, কি হিন্দু—কি মুসলমান—কি জৈন—কি বুদ্ধ—কি খৃষ্টান—বাঙালায় যাদের বাস, আমরা সেই সবাই বাঙালী রবো। হিন্দু আমাদের দাদা আমরা ছোট ভাই, বাঙালার হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কখন হবে না। "বন্দে মাতরম।"

দল। "বন্দে মাতরং।"

সুরেশ। ভাই ভাই শোভান! কোল দাও—কোল দাও—আমাকে। আজ তোমাকে আলিঙ্গন কোরতে কোরতে যদি আমি মরেও যাই, তা হোলেও জানবো তোমায় আলিঙ্গন কোরে আমি পবিত্র—আমার সমস্ত জাতি পবিত্র হোলো।

(পরস্পরে আলিঙ্গন)।

শোভান। দাদা আপনি মরবেন কেন? এখানে বিস্তর হিন্দু মুসলমান একত্র সমবেত হোয়েছেন; তাঁরা দেখলেন

যে আপনি অকপট হৃদয়ে আমাকে আলিঙ্গন কোরেছেন। আপনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত, আর আমারও জন্ম সৈয়দ বংশে ; আমাদের দু জনে যখন আলিঙ্গন হোয়েছে তখন আর আমাদের ভাবনা কি ? এই বাঙালা দেশকে আবার আমরা বড় কোরে তুলবো। দাদা, আপনি কি করেন জানি না, কিন্তু আমি বি, এ পোড়চি, এইবার একযামিন্ দেবার বৎসর ;—কিন্তু আপনি আমার মাথায় হাত দিন, আর আমি আপনার বুক ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কোরছি, যে কাল থেকে আমি গোলামী শিক্ষার আশায় পরীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁতের কর্ম্ম শিক্ষা কোরতে যাব।

দল। "বন্দে মাতরং—বন্দে মাতরং!" এলাহি আকবর—এলাহি আকবর।

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীচরণ। ও সেবক রাম! ব্যাপার তো গুরুতর হোয়ে দাঁড়াল! উপায় ?

সেবক। কিছুই তো বুঝছি না।

শ্রীচরণ। জমীদারিতে পালিয়ে যাব ?

সেবক। সেখানে ব্যাপার আরও গুরুতর। শুন্‌চি, বড় বড় উকীলকে ধোরে সেখানে ঠেঙাচ্চে।

শ্রীচরণ। তুমি একবার যাও স্মরেশ বাবুকে ডাক, দলটা না আসে।

(সেবক রামের প্রস্থান)

শ্রীচরণ। এতো বড়ই মুস্কিল হোলো, কোন্ দিক্ রাখি ? দারগা

মহাশয় আমাকে বোঝেছিলেন যে এবার খেতাব পাবই পাব। এই আঁটকুড়ির বেটারা আমার রায় বাহাদুর হবার পর যদি এ কাণ্ড বাঁধাতো, তা হোলে আর কোন ভাবনাই থাকতো না।

(সেবক ও সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। কি আবার আমায় ডেকেছেন কেন? আপনি তো আমাদের এক রকম বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

শ্রীচরণ। সে কি ভাই—সে কি ভাই, তোমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো ? তুমি আমার মাথার মনি ! তবে ঐ ডাকাত পড়া ছোঁড়া গুলোকে সঙ্গে এনেছিলে—তাই ভয় হোয়েছিল। তা দেখ ভাই আমি এই তিন্‌শোটী টাকা দিচ্ছি,—এই সেবক রাম দপ্তরখানা থেকে এখনি গিয়ে দেবে নে যাও ভাই ; কিন্তু আমার নামটা প্রকাশ কোরো না। কি জান ওঁরা হোলেন রাজা, ওঁদের একটু ভয় কোরে চলতেই হয়। শুনেছ তো আমার জমীদারীর নিজ কালীবাড়ীর আঙ্গিনার ভেতর ঐ যে নতুন বাড়ীটা তৈরি কোরে রাখচি,—ও কার জন্যে ? —ঐ সাহেব সুবো কখন আসবেন, তাঁদেরই খাতিরের জন্যে! আপনি মনে করেন যে জজ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্যই এই বন্দোবস্ত কোরতে হয়। তা নয়;—যিনি ধুচুনি মাথায় দিয়ে আসেন, তিনি সরকারি ওপরওলাই হোন্—কি চাবাগানের সাহেব বা ব্যাণ্ড বাজানোর কর্ত্তাই হোন, আমায় তাঁকে হাত যোড় কোরে ঐ বাড়ীতে বাসা দিতেই হবে। ঐ

ওঁদেরই জন্যে বিলিয়ার্ড টেবিল রেখেছি, বাবুর্চ্চি খান্‌সামা আয়া সব রেখেছি। তা আপনার চরণে ধোরে বোলছি আমি এই যে তিনশোটী টাকা দিলেম, এ কারও নিকট প্রকাশ কোরবেন না।

সুরেশ। শ্রীচরণ বাবু! আমরা সাহেবের বিরোধী—একথা কেন মনে নিচ্চেন? আপনি খবরের কাগজ বেশী পড়েন কি না জানি না, কিন্তু আজ কত বচ্ছর ধোরে লাট সাহেব থেকে আরম্ভ কোরে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কমিসনার ডাক্তার সওদাগর যে সে সাহেব আমাদের দেশে আসেন—তাঁরাই লেক্‌চার দেন তাঁরাই প্যাম্‌ফ্লেট লেখেন যে বাঙ্গালীরা খালী বাক্যবাগীশ, কাজ করে না। এদের দেশে ধন ছড়িয়ে রয়েছে এরা তা কুড়িয়ে নিতে জানে না। অনেক দিন হোলো—বোম্বায়ে এক ডাক্তার সাহেব লেক্‌চার দিয়ে বলেন—যে এই সহরের ড্রেনের ময়লা পাঁক কোন দিন কোন ইউরোপীয়ের ভাগ্যলক্ষ্মী খুলে দেবে। আমরা সেই তাদেরই উপ-দেশে—দেশের এই দুর্দ্দশা ঘোচাবার জন্যে চেষ্টা কোরছি। এতে সাহেবরা রাগ কোরবেন কেন? আপনি ভয় করেন কেন?

শ্রীচরণ। যাক্ ভাই, এখন চল টাকা দিই নিয়ে যাও।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

পুষ্করিণী তীর।

গীত।

ধোপানীগণ—

আমরা সরিয়ে নেব পাটা।
খুঁজুক গিয়ে মিন্সেরা কোথায় আছে আবাটা॥
যদি বিলিতী কাপড় কাচ্‌তে হয়,
আর আমাদের সঙ্গে যেতে কয়,
হাতের নোয়া ক্ষয় না কোরে মারবো মুখে পাঁচ ঝাঁটা॥
হোক জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ জমীদার,
সবার ধোপার দোরে ভোরে বার,
আবার ধোপানী না ধুয়ে দিলে পরে,
বাবুয়ানার সার ভাঁটা॥
আজ বুঝ্‌ছি না কো তাঁতির দুঃখ পেয়ে নিজের গণ্ডা,
কাল কাপড়কাচা কল আন্‌লে ঐ গোরা সণ্ডা,
তোমার তিন টাকা শ ডুব্‌বে দয়ে,
পোড়বে যজমানের দোরেতে কাঁটা॥

চতুর্থ দৃশ্য।

রাস্তা।

চিনিবাস ও মহেশ।

চিনি। রেখেছি ত রেখেইছি; আমার মুদীর দোকানের পাশের

ঘরটা নিয়ে কাপড় চোপড় ছাতা, ক্রমে অনেক জিনিষই এনে রেখেছি।

মহে। কিন্তু চিনিবাস দাদা, তোমার একটু নিন্দে হোচ্চে ভাই, আমাদের প্রাণে লাগে—তাই বলি।

চিনি। কিসের নিন্দে—নিন্দে কিসের? আমি কারও চুরী কোরেছি? মহাজন ঠকিয়েছি? মা জিনিষে ভেজাল দিয়েছি?

মহে। না না সে সব কথা কি দাদা তোমায় কেউ বোল্‌তে পারে! তবে তোমাকে আমরা সবাই গণ্যি মান্যি করি, তাই তোমার নামে যদি কেউ কিছু বলে, তাতে আমাদের মনে বড় একটা অনাঘাত লাগে।

চিনি। কেন কেন কি বলে—খুলেই বল না।

মহে। তা দাদা, আমার হোলো দুধের কারবার, ওর দিশিও নেই বিলিতী ও নেই। আর ভগবান সাক্ষী—সেরকরা এক পোয়ার ওপর জল দিইনি, তাও আমাদের পুকুরের পচা জল নয়; বেলগেছে থেকে পয়সা দিয়ে কলের জল নিয়ে গিয়ে তাই মিশুই।

চিনি। তা বেশ কোরিস, কাজতো ভালই কোরিস তা আর বোল্‌চিস কি?

মহে। কিছু নয় দাদা. তোমাকে সবাই আমরা মুরুব্বি বোলে মানি: আর লোকে বলে কি না,—তুমি দিন পেয়ে খদ্দেরের ওপর জুলুম কোরছো। খদ্দেরে দিশি জিনিষ চায় বোলে তুমি করকচের পর্য্যন্ত দেড়া দাম বাড়িয়েছো; আর এক

টাকা তের আনা জোড়া বোম্বে মিলের কাপড় কিনে ন' সিকেতে বেচ্চো।

চিনি। বেচবো না ? হাঁরে ময়শা বেচবো না ? দোকান কোরেছি কি খয়রাৎ কোরতে! লগন্সার বাজারে সন্দেশওলারা সন্দেশের দর চড়ায় না ? গাড়োয়ানেরা গাড়ীর ভাড়া বাড়ায় না ? কায়দা পেলে ডাক্তারেরা ডবল ফি নেয় না ? আর উকীলে মক্কেলের রক্ত চুষে খায় না ? খালি আমারই দোষ ? এই দিশী বিলিতী হাঙ্গামা হোয়েছে কেন ? এ বিধেতা আমাদের মত গরিব দোকানদারের ভালর জন্যই কোরেছেন।

মহে। তাতো বটেই দাদা তাতো বটেই। তবে ওরই মধ্যে একটু বুঝে সুঝে।

চিনি। দ্যাখ্ কালকের ছোঁড়া ময়শা আমায় আর তুই বুদ্ধি দিতে আসিস নে ?

গীত।

ওরে শালা কালকের যুগী ময়শা।
এই দোকানদারী কোরে আমার ধোরে গেল বয়সা ॥
ছোকরাদের সব ঘুরে গেছে মাথা,
তাই চাচ্চে দিশি ধুতি দিশি জুতী দিশি ফিতে ছাতা,
এই ঝোপ্ বুঝে কোপ্ ফেলে শালা বাগিয়ে নেনা দু পয়সা ॥
বেচ্তে হয় বাজার বুঝে নিজের কাজে গাওয়া বোলে ভয়সা ॥

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

চিনি। কি বাবা দ্বিজেন যে ? এরই মধ্যে কালেজের ছুটী হোয়ে

গেছে? ওরে দেখছিস্, ময়শা দেখ্‌চিস? আমি আর বড় কেওকেটা নই, আমার নাম তো চিনিবাস—কিন্তু ব্যাটা আমার দ্বিজেন্দ্রনাথ। কি পোড়ছো বাবা বলো তো—মহেশকে বল, ও তোমার কাকা হয়; বল তো এবার কি পাশ কোরবে?

দ্বিজে। আজ্ঞে এল্, এ।

চিনি। আরে, ঐ শোন্ মহেশ শোন্—এ বলদা নয়, লাঙলা নয়, একেবারে হেলে। আহা বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক। যখন তুমি পোড়তে বি, এল্ এ বেলে, তখনই বুঝেছিলেম তুমি একদিন না একদিন হবে হেলে। চাকরী হবে ডাক ঘর কি রেলে।

দ্বিজে। বাবা, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

চিনি। একটা কিরে বাবা একটা কি? তোর সঙ্গেই তো আমার সকল কথা; তুই এই সুরেন বাড়ুয্যের মত কথা কোইতে পারবি, তাই মানত কোরে আমি যে পির্‌তি পুন্যিমেতে বাড়ীতে সত্যিনারাণের সিন্নি দিচ্চি।

দ্বিজে। তা নয় বাবা, আপনাকে অনেকে নিন্দে কোরছে।

চিনি। কোন ব্যাটা—কোন ব্যাটা? আমি শ্রীচরণ বাবুর বাড়ী সওদা দিই; আরও কত বড় বড় নবাব উমরো আমার খদ্দের; আমার নিন্দে করে কেরে? আমি কখনও পর পুরুষের পানে উঁচু নজরে চাইনি; এই ষাট বচ্ছর বয়স হোলো তবু সমানেই সতীত্ব বজায় রেখে আসচি। আর আমার বদ নাম?

দ্বিজে। না বাবা তা নয়। আমরা যেখানে সব বসি সেখানে

ছোকরারা সব বলে, যে এই স্বদেশী আন্দোলন হোয়ে, আপনি দিশি জিনিষের ওপর বড় বেশী দর বাড়িয়েছেন; আর খদ্দেরকে খেলো দিশী কাপড় দেখিয়ে বেশী দাম বলেন। আর তার পর চক্ চকে বিলিতী কাপড় সামনে ধোরে দিয়ে সস্তায় বেচেন।

চিনি। কোর্‌বো না—কোর্‌বো না ব্যাটা! তুই ব্যাটা হেলেই হোস, আর ফেলেই উচ্ছন্নে যাস; দোকানদারীর ব্যবসার কি বুঝিস? জানিস, চাণক্য শ্লোকে আছে—বাণিজ্যে বসতে আলক্ষ্মী ঘানি গাছে নমঃ নমঃ। হ-ত ভা-গা-ব্যাটা! কাল তোরে ঘানিগাছে চড়িয়ে ঘুরিয়িছি, আর আজ আমার পয়সায় ব্যাঙ্গোল হিষ্টরি আর পোকৃটকেল রিডার পোড়ে ছেলে হোয়ে আমায় নেকচার দিতে এয়েছোরে শালা—

মহে। আরে কি কর চিনিবাস দাদা! কা'কে কি বল? যাও দ্বিজু বাড়ী যাও বাবা, কাপড় চোপড় ছাড়োগে।

দ্বিজে। বাবা, আপনি কি পাগল হোয়েছেন? কা'কে কি বলেন? আমায়ও কি বোলে গাল দিলেন?

চিনি। কেন?—শালা বোলেছি। বোলেছি—বোলেছি—হোয়েছে কি? তোকে কি বোলেছি?—তোর আক্কেলকে বোলেছি।

গীত।

—শালা বোলি কি তোরে—বোলি তোর আক্কেলে।
ওরে আমার ইন্‌জিরি পড়া মেজাজ কড়া রোকা ছেলে॥

ওরে আমার ঘাড় ছাঁটা বুল্ বুল্,
তোমার থাক্‌বে কোথায় কামিজ কোট ইন্‌জিরি চুল বুল,
এই মূলে আঘাত পোড়বে স্যাঙাৎ না মে শালে ঘিয়ে তেলে ॥
ভাগ্যে আমি চালিয়ে দিই ভিজে ভিজে কয়লা,
তাই তোমার ইস্কুলের মাইনে দিইরে পয়লা পয়লা,
জানে আমার দুসখু গয়লা দাদা আর ছিরাম জেলে।

(প্রস্থান)

(মানিকের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

মাণিক— গীত।

এবার হুইস্কির বাজার মাটী, হায় হায় একদমসে মাটি।
আজ হপ্তা খানেক টান্‌চি খালি দু দশ ছটাক খাঁটি ॥
বলি—যে যা পারি নিজের মতন করা চাই তো কাজ,
তোমরা গোরার গোলামী ছাড়, আমি তার মদ ছাড়্‌লুম আজ,
তবে রাজ-ভক্তি কোরতে মজার, রাখবো বজায়, ধান্যেশ্বরীর ভাঁটি ॥
বলি—ব্রাণ্ডি বল—হুইস্কি বল—বল দোয়াস্তা,
পেটে গেলে সবাই সমান দিশী টুকু সস্তা,
আহা হোয়েছে তেমনি নয়ন ঢুলু ঢুলু,
কাপড় চোপড় আলু থালু,
হায় হায় টোলছে তেমনি পাটি।
অভাব খালি পাহারোলা সাব্, যেন ফাঁক ফাঁক ঠেকে ঘাঁটি ?॥

নেপথ্যে হৈ—হৈ—ই—ই—ই—

মাণিক। ওরে আমার কৈ—ওরে আমার কৈ—ওরে আমার কৈ ?

(বছরদ্দী পাহারেওলার প্রবেশ)

বছর। কে ভারে হালা ?

মাণিক। এই যে ব্রাদার এসো এসো, প্রাতঃপ্রণাম প্রাতঃপ্রণাম। আমি ভাবছিলুম যে সেই শবাজার থেকে বরাবর লম্বা চোলে আসচি, প্রায় গোটা চার পাঁচ মোড় পার হোলুম তবু আপনাদের কারুর সঙ্গে কোলাকুলিটে হোলো না! এ কেমন হোলো ?

বছর। তোম কোন হ্যায় রে হালা ? সরাপ পিইছিস ?

মাণিক। হাঁ চাচা—একটু মৌতাত আছে, আফিস থেকে আসবার সময় মৌতাতী কটী গেলাস টেনে আসচি।

বছর। আরে টানচিস টান্, মানা করে কেডা ? ন্যাসা কোরলি ক্যান ?

মানিক। মদ খাবো—নেসা হবে না চাচা, এ কি রকম কথা বোল্‌ছো ? তবে মোড় মোড়মে মদের দোকান খোলনেকা হুকুম সরকার বাহাদুর কাহে দিয়া ? সরকারের ছাপাখানায় চাচা চাকরী করি, ৩৫৲ পঁয়ত্রিশটী টাকা মাইনে পাই, আর সরকারের মদের দোকানে তার ১৫৲ পোনেরটি টাকা প্রণামী দিই। ভাল করি না মন্দ করি ? তুমি বাদসার জাত—একটা বিবেচক লোক তো ? বল না।

বছর। হাঁ বোল্‌ছো ঠিক, বোল্‌ছো ঠিক, আমি তোমায় জানি; তুমি হর্ রোজ এই মোড় দিয়ে টল্‌তি টল্‌তি যাও।

মাণিক। হাঁ বাবা তা যাই। তবে আমি টলি কি রাস্তা টলে তা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নে। এই তোমার মিউনিসিপালিটি জলের কলে গ্যাসের নলে ড্রেনের সুড়ুঙ্গে রাস্তার

ভিতরটি যা ফোঁপরা কোরে তুলেছে, তা'তে আমার বোধ হয়—রাস্তাই টলে।

বছর। এই যাও যাও—ঘর যাও। আমি ভাল মানুষ আছি, এখনি জুরিদার আসি পড়লে, তুমি মুস্কিলে পড়বা।

(রতন সিং পাহারোলার প্রবেশ)

রতন। কোন হ্যায়রে? কিস্‌সে বাত কয়তা জোড়িদার?

বছর। আরে কুচ্‌নেই রতন সিং কুচ্‌নেই, রাহাগীর হ্যায়; এই পাড়ামেই বাড়ী হ্যায়; ঘর যাতা।

রতন। এই তোম্ কোন্ হ্যায়রে শালা?

মাণিক। আজ্ঞে সিংজি সম্পর্ক ধোরেও ডাকৃচেন অথচ চিন্‌ছেন না—রকমটা কি?

বছর। আরে যাও বাবু যাও, ও রতন সিংরে আর ক্ষাপাইও না: ঘর চলি যাও।

রতন। আরে কাহে ঘর চলি যাগা? লে চলো পাকড়কে?

বছর। আরে পাকড়ায়েঙ্গে—কোন্ কস্থর? মদ থোরা পিয়া; মুমে থোরা বো বি আছে; লেকিন ওতো মাতোয়ালা নেহি হুয়া; কুচ নেহি কিয়া।

রতন। আরে বাঙালী, ইসিওয়াস্তে তোমহারা দাড়ী পাক গিয়া তবভি তলব নেহি বাড়া, তরক্কি নেহি হুয়া। কস্থর কোরেঙ্গে কেয়া?—কস্থর তৈয়ারী করনে হোগা।

মাণিক। ঠিক বোলা হ্যায় রতন সিং—আমি আশ্চর্য্য হোচ্চি এমন বুদ্ধি তোমার, এখনো কেন বেরোয় নি মাথায় সিং।

রতন। চোপরাও শালা।

মাণিক। বোনাই জি, কিছু খাবে কি? এই মোড়ে পরাণে

ময়রার দোকানের কচুরী?

রতন। কেয়া? তোম কুচ দেঙ্গে? খেলায়েঙ্গে? লেয়াও শালা।

মাণিক। হাঁ ব্রাদার পথে এসো, মোদ্দাৎ এতটা জোর ষষ্ঠী বাটার দিনই চলে, আজকে অত কেন? এই যা দিচ্চি নাও—দু আনা দু জনে খাও। কিন্তু বাবা আমারও ভাই-ফোঁটার মানটা রেখো।

গীত।

তোমায় মনে মনে ভালবাসি প্রাণের পাহারোলা।
জানি লাট সাহেব তো তোমার নীচে তুমি ওপরওলা॥
বলি জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট বড় লাট, তবু মানে একটা আইনের সাট,
তোমার নাই কো ও পাট খোলা কপাট—মিষ্টি কি তোর শালা বলা॥
তোমার আগে ছিল খালি ডাণ্ডা, এখন আবার লাটী,
চোরের ভয়ে ভোরের বেলা ঘুমোও আগ্‌লে ঘাঁটি,
কি নাক ডাকে ভাই বলিহারি যাই যখন সিঁদেল দেখায় কলা॥
আর চম্‌কে উঠে ধর ছুটে দুর্ব্বল সব মাতোয়ালা॥

রতন। (জনান্তিকে) হাঁরে বছরো, শালা পয়সা দেয় দে, পাকড়কে লেযানে হোগা।

বছর। তুই যা জানিস তাই কর।

রতন। লেয়াও বাবু পয়সা দেগা দেও, হাম আপনাসে মিঠাই মুল লেঙ্গে—

মাণিক। আচ্ছা লেও ব্রাদার—এক—দো—তিন—আর কে গোণে বাবা এই নে—যা আছে সব।

বছর। বাবু আমাদের বড় বন্দর লোক আছেন গো বন্দর লোক আছেন।

রতন। আরে বাবুজি তোম তো মেরা ভাই হ্যায় ; তোমবি হিন্দু-স্থানী হামবি হিন্দুস্থানী। ঐ যে আজ কাল তোম লোক কেয়া বাত্ বোলতা হ্যায়—বোলো বোলো—

মাণিক। হাম তো বাবা সন্ধ্যার পর একই বাত বোলতা হ্যায়—লেয়াও আর এক গেলাস্ লেয়াও আর এক গেলাস।

রতন। আরে নেহি—নেহি ; যো বাত সব বাঙালী বোলতা হ্যায়—ওহি বাত! আরে ভাই বোলো না—বোলো না—হামবি বোলেগা।

বছর। বোলেগা নেই কাহে? বোলেগাই তো। আমরা তো আর পরদেশী নই।

মাণিক। ও—বটে! তবে বল ভাই বন্দে মাতরং।

রতন। ফিন বোলো ফিন বোলো—

মাণিক। (দুই পাহারোলার দুই স্কন্ধে হাত দিয়া) বন্দে মাতরং।

রতন। আবি শালা চলো, বছরদী পাকড়ো হাত।

(হস্ত ধারণ)

মাণিক। আরে কেয়া পাহারোলা সাহেব, এই যে আমি নগদ পয়সা দিয়া।

রতন। ও হজম হো গিয়া। চলো—চলো—(শ্লেষ ভাবে) বন্দে মাতরণ—বন্দে মাতরণ! শালা চলো।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তঃপুর—কক্ষ।

কামিনী ও বিরাজ।

কামি। দিদি, আমাদেরতো দলে নিলি! কিন্তু এটা কি ঠিক শুনেছিস যে—কালেজের ছেলেরা আপনার মাথায় মোট নিয়ে বাড়ী বাড়ী দিশি কাপড় বেচে বেড়াচ্ছে?

বিরা। হাঁলা আমি না জেনেই কি বোলচি? আজ খেয়ে দেয়ে আসিস না আমাদের বাড়ী, খড় খড়ীর পাখী খুলে তোকে দেখাব। সে সব ভদ্দর লোকের ছেলেরা কি কষ্টই না সহ্য কোচ্চে?

(চারুবালার প্রবেশ)

চারু। ওলো সহ্য কোচ্ছে কি লো, সহ্য কোচ্ছে কি! আমাদের মুখে কালী দিচ্ছে।

আমার বাবা হোলেন সবজজ, স্বামী ম্যাজিষ্টার!
বিলেত থেকে পাশ দিয়ে দাদা ব্যারিষ্টার॥
এখন আমার সেই দাদা ছেড়ে হাট্ কোট্।
নিয়েছেন নিজের মাথায় কাপড়ের মোট॥
বলে—দিশি সাড়ী দিশি ধুতি বেশী নয়কো দাম।
যাতে কিনেছি তাতেই দেবো আমরা দেশের গোলাম॥

কামি। ও মা বলিস্ কি লো বলিস কি? ছি ছি তোর ঘেন্না করে না? মানা কোরতে পারিসনি! সব ফিরিওলা হোয়েছে।

বিরা। কি বোলছো টাকুর ঝি! ম্যাকেসর মেখে চুল বাঁধি, নতুন

নতুন ফ্যাসানের জ্যাকেট পরি, আর বিলিতী রংয়ে কাপড় রংয়াই ; কিন্তু কোথেকে যে আমাদের এই সব সুখের সজ্জা যোগায়, তার কথাটি একবার ভাবি ! আমি শুনেছি সে বুঝিয়েছে,—যে ওইতে দেশের টাকা সব বিদেশে চোলে যায়।

কামি। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস !—একবার বিরাজকে রাজ সংহাসনে বসা। উনি একেবারে সোহাগে গোলে পোড়্ছেন ; স্বোয়ামীকে দেবতা গোড়্ছেন।

বিরা। স্বোয়ামীকে দেবতা গোড়্বো না তো কি বাঁদর গোড়্বো ?

চারু। বিলিতী কাপড়ের চটক কত, দর কত সস্তা !

বিরা। কেন, আমাদের তাঁতি বউ যে কাপড় দিয়ে যায় তা কি মন্দ ? আর এমন মাগ্‌গীই বা কি ! বিলিতী কাপড় একবার একটু মোচ্‌কে গেলে আর রিপু করবার যো থাকে না। কিন্তু তাঁতি বউ আমাকে যে কাপড় দিয়ে যায়, তা দু বছর ধোরে পরি।

কামি। তা বটে ভাই তা বটে। সাড়ে তিন টাকা জোড়া—সেবারে আমাকে এমন সুন্দর কাপড় কিনে এনে দিলে, আমি তো কাপড় পেয়ে আহ্লাদে গোলে গেলুম। কিন্তু বোলবো কি তিনটী মাস যেতে না যেতে কাপড়ও গোলে গেল।

(তাঁতী বৌয়ের প্রবেশ)

তাঁতিনী— গীত।

দেখ দাঁত পেড়ে কি সরেশ সাড়ী সয়েছে তাঁতীর তাঁতে।

সেই আমার তাঁতীর তাঁতে—যে হাসে কাঁদে

মরে বাঁচে বাম্নার কথাতে ॥

তারই মাকু তারই সানা, তারই পোড়েন তারই টানা,

আমি লাটায়েতে থাঁটিয়ে স্থতো পাট কোরেছি নিজের হাতে ॥

দ্যাখলো সেজো বউ এই পাড়ের কি বাহার,—

এই সাড়ী পোরলে পরে চাইনে কো আর চন্দ্রহার,

এই সাড়ীর চারে আসে ঘরে ভাতার রয়না তফাতে।

এই পাঁচ পাঁচির গো রূপ খুলে যায় আমার তাঁতের বরাতে ॥

চারু। হাঁলো তাঁতি বউ, আমরা কি পাঁচ পাঁচি? তাই তোর সাড়ী পোরিয়ে আমাদের রূপ খোলাতে এয়েছিস?

তাঁতিনী। ওকি কথা দিদি মনি ওকি কথা! তোমরা রূপের রূপসী, তোমাদের দেখলে, ইন্দির চন্দর বরুণ মূর্চ্ছা যায়। আমার ভাগ্যি, আমার তার ভাগ্যি, যে তোমরা আমার এই কাপড় কিনে কাঁকালে জড়াবে। তবে কি জান দিদিমনি, চাঁদ তো চাঁদ আছেনই; কি রূপ! কি শোভা! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চন্দর মণ্ডল হোলে আরও কেমন ভাল দেখায়! তা তোমরা হো'লে চাঁদ—আর আমার সাড়ীগুলি চন্দর মণ্ডল।

কামি। ইস্ তাঁতি বউ, তুই যে একেবারে কবি হোয়ে পোড়েছিস!

তাঁতিনী। কি কোরবো দিদি মনি! আজ দু মাস হো'লো, তার কাছে কত ভাল ভাল কালেজের ছেলেরা তাঁতের কাজ শিখতে আসছে, তাঁরা সব কেমন ভাল ভাল কথা কয়, আমি আড়াল থেকে শুনি আর একটু একটু শিখে নিই।

(বিনোদিনীর প্রবেশ)

বিনো। মজলিস্ যে বেশ জমে গেছে। কই আজ খেলচিস্‌নি ?

কামি। না বিনোদ আজ আমাদের "দিশি বিদেশীর" সভা হোয়েছে।

বিনো। কি রকম ?

চারু। রকম আর কি ? সকাল বেলা ঠাকুর পো এসে আজ আমার বেলোয়ারী চুড়ী গুলি ভেঙ্গে দিয়েছেন।

কামি। আমার শ্বশুর মিন্‌সে—বুড়ো মানুষ গো ; যত গুলো কাঁচের বাসন খেল্‌না সব চুর্ মার কোরে ভেঙ্গে ফেললে এসে।

চারু। বেশ কোরেছেন বেশ কোরেছেন ; তবে আমার কথা শোন—আমার ঘরে যত গুলো বিলিতী এসেন্স ছিল, আমি নর্দ্দামায় ফেলে দিইনি বটে—কিন্তু আমাদের বাড়ীর মেথ্‌রানী বউকে সব শিশি গুলি দিয়ে দিয়েছি,—মরুকগে সে যা খুসী করুকগে।

বিনো। ভাই এ সব কি হোচ্চে ? আমি বুঝিনি—শুনিনি—জানিনি; তবে, যে আমায় এত আদর করে সোহাগ করে, যে আমায় খুঁজে খুঁজে ভাল কাপড় চোপড়টী এনে পরায়, ভাল ভাল খোসবো, ভাল ভাল তেল এনে মাথায়, আজ তারি হুকুম।

গীত।

আমার এমন চিকন্ কেশে মাথ্‌তে মানা ম্যাকেসর।
বিলিতী তেলে চুল ভিজুলে চোটে যান যে প্রাণেশ্বর ॥

আমার গলা ধোরে আদর কোরে বলেন "ডিয়ার বিনো."
কিনো না আর পিয়ার্স্, পাইভার, রিমেল, গস্নেল্ পিনো,
জানিস্ বিষ ব'লে বিদিশী জিনিস ঘর থেকে তফাৎ কর ॥
সোহাগ কোরে বলে তোমার থাক্‌বে না আপ্‌সোশ,
চুলে দেবো কুন্তলীন রুমালে দেলখোস্,
হবে প্রাণ পরিতোষ মেখে দিশী বোসের এসেন্স মনোহর।

কামি। খেয়াল ভাই খেয়াল! পুরুষেরা হোলেন রাজা, আমরা হোলেম দাসী। ছেলে বেলায় যম পুকুরও কোরেছি, সেঁযুতির বর্‌তো ও কোরেছি ; তার পর বড় হোতে, বাবুরাই ছবিটি কোরে বিবিটী সাজালেন। তাঁদের কাছেই শিখিছি—বিলিতীর সবই ভাল। আবার এখন যখন তাঁরাই উল্টো ধুয়ো ধোরছেন, আমাদের ও সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে হবে। আমরা হোলেম পান্‌সিথানি বইত নয়। পুরুষের মনের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে আমাদের মতি গতি ফেরাতে হবে।

নেপথ্যে

যুবাগণ। "বন্দে মাতরং"

চাই দিশি সাড়ী দিশি ধুতী বেশী নয়কো দাম।
যাতে কিনেছি তাতেই দেবো আমরা দেশের গোলাম ॥

বিরা। ঐ যে যাচ্চে। খড়খড়িদে দেখসে আয় দেখসে আয়।

(সকলের গমন)

নেপথ্যে চাই দিশি সাড়ী দিশি ধুতী।

কামি। না, এ আশ্চর্য্য বটে আশ্চর্য্য বটে। অ্যাঁ এই সব বড় বড় লোকের ছেলে কি কষ্ট কোরছে, কি নিন্নুই না হোয়েছে ?

বিরা। দেখ ভাই, এই যে এঁরা এ কাজ কোরছেন, এটাতে যে শুধু আপাততঃ দিশি জিনিষের কাট্‌তি বাড়্‌বে, তা নয় ; আমার মনে হয়—যে এর ফলে আমাদের দেশের ভদ্র সন্তানের একটা বড়ই উপকার হবে। হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী যে সব কাপড় ফিরিওলা যায়, দিব্যি চক্‌চকে জুতো পায়ে, ফিন্ ফিনে জামা গায়, অথচ পিটে বোচ্‌কা ফেলে অনায়াসে কাপড় রুমাল বেচে বেচে বেড়ায়। কিন্তু আমাদের বাঙালি গেরোস্তো ভদ্দর লোকেরা দোকান থেকে দুখানা কাপড় কিনে হাতে কোরে আন্‌তে লজ্জা করে। এত বড় বড় লোকের ছেলেরা এমন বিদ্বানেরা নিজে মাথায় মোট কোরে কাপড় বেচ্‌তে বেরিয়ে এইটে কল্লেন—যে এখন থেকে অনেক ভদ্দর লোকের ছেলে—আফিসের গোলামী ছেড়ে অনায়াসে জিনিষ ফিরি কোরে বেচে সংসার চালাবে।

বিনো। তা ঠিক—ঠিক, মাড়োয়ারীরা প্রথমে ফিরি কোরতে আরম্ভ কোরেই শেষে বড় লোক হয়।

চারু। তা বোন্ আয়—যখন আমাদের ভায়েদের মতি ফিরেছে, তখন ভগবানকে ডাকি আয়, আমাদেরও যেন মতি ফেরে।—

গীত।

দাদারা মোট নিয়েছে মাথায়।
বেড়ায় বেচে ধুতি সাড়ী সবাই কলকাতায়॥
ওমা কোরে তিন চারটে পাশ,
ছেড়ে উকিলী কি বড় চাকরীর আশ,
হোয়ে দেশের দশের দাস, এরা ফির্‌চে খাতায় খাতায়॥
তবে আয় বোন আমরাও ছেড়ে ছাপর খাট,
মন দে করি সবাই মিলে রান্না ঘরের পাট,
এই বাম্‌নী বেটীর নাক নাড়া আর সয়না কথায় কথায়।
চাল কমালে রাজার হালে সচ্ছলে ঘর রবে বজায়॥

কামি। সবই যেন বুঝলুম—দিশী কাপড় ও পরলুম; কিন্তু এ কেমন যেন গঙ্গাজলে মুরগী রাঁধা হোচ্চে না ভাই?

বিরা। কেন সে আবার কি লো?

কামি। কেন? সুতোটা তো বিলিতী, কাজেই বিলিতী সুতোতে দিশি কাপড় তৈরী, যেন কাঁটালের আমসত্ত।

চারু। তা বটে তা বটে—এর উপায় কি? আচ্ছা যখন বিলিতী কাপড় ছিল না, তখন আমাদের দিশি কাপড়ের সুতো আসতো কোত্থেকে?

তাঁতি। ও মা সে কিগো! তোমরা জান না?—তখন যে সব ভদ্দর ঘরের মেয়ে, বড় বড় ঘরের মেয়ে—নিজের হাতে সুতো তৈরী কোরতেন।

চারু। ওলো তাঁতি বউ—খুব জানি লো খুব জানি। আমি তো আর যে সে ঘরের মেয়ে নই। আমার ঠাকুর মা আর

ঝি মা নিজের হাতে চরকা কাটতেন শুনেছি। আর বাবু বলেন—যে কুইন ভিক্টোরিয়ারও চরকা ছিল। এখনও না কি সেটী রাজ বাড়ীতে আছে।

কামি। আর বোন, সে দিন গিয়েছে লো—সে দিন গিয়েছে। চরকাটা গোলপানা কি চৌকোপানা, তাই এখনকার মেয়েরা জানে না। আমার বিয়ের সময় গো বাগানের তাঁতি বাড়ী থেকে আট আনা দিয়ে একটা চরকা ভাড়া কোরে এনেছিল, তাই চরকা দেখেছি।

বিনো। ওলো! আমি সব ঠিক কো'রে রেখেছি লো ঠিক কোরে রেখেছি! আমাদের উনি নিজে পয়সা খরচ কোরে ছুতোর রেখে সব চরকা তৈরী করাচ্ছেন, আর বিনি লাভে বেচছেন। আমাদের বাড়ীতেই এখনও কটা রোয়েছে।

চারু। ম'াইরি?

বিন্না। তবে ভাই আমরাও চরকা কাটবো। অমন অমন ভদ্র লোকের ছেলে, মাথায় মোট কোরে কাপড় বেচে, আর আমরাই কি এখন এমন উচ্ছন্নে গিছি—যে চরকাটি কেটে স্থতো তৈরী কোরতে পারবো না?

বিনো। তবে ভাই আয়—আয়, আমি সব সাজিয়ে রেখেছি, আয় এখনি টেকো ধোরে স্থতো কাটিগে। আজ লক্ষ্মী পূজোর দিন, আজি আরম্ভ করি।

সকলে। লক্ষ্মী আমার বিনি বোন—লক্ষ্মী আমার বিনি বোন। চল ভাই চল।

পট পরিবর্ত্তন।

(চণ্ডীমণ্ডপ।)

(চরকা সাজান। মহিলাগণের চরকা কাটিতে কাটিতে)

গীত।

আমরা আবার কাট্‌বো সুতো চরকাতে।
যাবনা আর সখী সেজে সভার মাঝে ফরকাতে॥
শুনেছি সেই ঠাকুর মা দিতেন নিজে ঢেঁকিতে পা,
পোড়তো নাকো এলিয়ে গতর কোনও কর্ম্ম করাতে॥
ঠাকুর পো ভাই বুঝিয়ে দিলে, প্রাণে প্রাণে গেল মিলে,
নিলে নিলে দেশের ধন, সব যাচ্চে পরের বরাতে॥
জ্যাকেট্ বডিস্ যাক্ উচ্ছন্ন, আমরা হবনা আর মহিচ্ছন্ন,
দেবো দেশের অন্ন কিসের জন্য বিদেশীর পেট্ ভরাতে॥
শুন্‌ছি এক আছে ছুতো', দেশে নাকি নাইকো সুতো,
আমরা ঘরে ঘরে কেটে সুতো দেবো তাঁতী তরাতে,
যদি বাবুরা হন লো নারাজ বিলিতী জুতা পরাতে॥

যবনিকা পতন।